বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>323 >>22 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২৩ >> << ২২শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

ভাগনারকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করবে ব্রিটেন

লন্ডন : বুধবার ব্রিটেন জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার ভাগনার ভাড়াটে গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করবে। ব্রিটেন সরকার বলছে, তারা সংসদে একটি আদেশ উত্থাপন করবে যা অনুমোদিত হলে গোষ্ঠীটির সদস্য হওয়া বা সমর্থন করা অবৈধ হবে। এই আদেশ সরকারকে ভাগনারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দিবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যান বলেন, ভাগনার লুটপাট, নির্যাতন ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত। ইউক্রেন, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় এর কার্যক্রম বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। ভাগনার ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধে জড়িত ছিল। জুন মাসে এর নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোজিন রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ছোট একটি বিদ্রোহ করেন। গত মাসে একটি বিমান দুর্ঘটনায় প্রিগোজিন নিহত হন বলে জানা যায়। এর আগে ভাগনার ও প্রিগোজিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল ব্রিটেন।

বাজার দর
SENSEX : 66598.91 +333.35
NIFTY : 19819.95 +92.91

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .58 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .33 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

পাকিস্তান আফগানিস্তানের সীমান্ত বন্ধ, আটকে আছে শত শত পণ্যবোঝাই ট্রাক

নয়া দিল্লি : পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের পর বৃহস্পতিবার নিয়ে দুই দিন পাকিস্তানের প্রধান সীমান্তক্রসিং বন্ধ রাখা হল। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবহনকারীরা জানিয়েছেন, আকস্মিকভাবে সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে দুই দেশেরই বাণিজ্যিক পণ্য বোঝাই শত শত ট্রাক আটকে পড়েছে। ব্যস্ত তোরখাম সীমান্তঘাঁটি দিয়ে বাণিজ্যিক কাজ ও যাত্রী পরিবহন করে এই ট্রাকগুলি।
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তালিবান কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, উত্তেজনা প্রশমন করতে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে উভয় পক্ষই বৈঠক করেছে। তবে, বৃহস্পতিবারও সীমান্তক্রসিং বন্ধ ছিল। এ থেকে আন্দাজ করা যায়, তাদের বৈঠক নিষ্ফলাই রয়ে গেছে।
পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পারস্পরিক চুক্তি লঙ্ঘন করে তালিবান রক্ষীরা তোরখামের কাছে নতুন সীমান্তঘাঁটি নির্মাণের কাজ শুরু করলে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাঁধে। বারবার সতর্ক করার পরও তালিবান এই নির্মাণকাজ বন্ধ করেনি।
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে নাংগারহার প্রদেশেই রয়েছে তোরখাম। এখানকার বাসিন্দারা ভিওএকে বলেন, এই সংঘর্ষে দুই তালিবান রক্ষী প্রাণ হারিয়েছেন এবং প্রায় এক ডজন আফগান বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন। দুই দেশেরই কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে, যদি হয়ে থাকে, আলোচনা করতে অস্বীকার করেছেন।
উভয় দেশের ব্যবসায়িক নেতারা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে এই সীমান্তক্রসিং পুনরায় দ্রুত খুলে দিতে অনুরোধ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বহু ট্রাকই পচনশীল পণ্যে ভর্তি। এমন পণ্যের মধ্যে রয়েছে টাটকা ফল ও সবজি।
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক যুগ্ম চেম্বারের অধিকর্তা জিয়াউল হক শারহাদি রয়টার্সকে বলেন, তোরখামে গোলাগুলির ঘটনার পর বুধবার সেখানকার সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যবসায়ীদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

কন্যার মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভার পরিকল্পনার কথা জানালেন মাহসা আমিনির বাবা

তেহরানঃ মাহসা আমিনির বাবা ভিওএকে জানিয়েছেন, তাঁর কন্যার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভা আয়োজন করার ভাবনা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২২ বছর বয়সী ইরানী নারী আমিনির পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয়েছিল গত বছর। তারপর গোটা ইরান জুড়ে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। আমিনির বাবা আমজাদ আমিনি ভিওএর পার্সিয়ান সার্ভিসকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, আমরা শহীদ, নিগৃহীত ও নিষ্পাপ মেয়ে ঝিনার (মাহসা) নাম ও স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভা আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর পবিত্র আত্মার তৃপ্তির জন্যই এই আয়োজন।
তিনি আরও বলেন, এটা পরিবার, আত্মীয় ও তাঁর সকল সমর্থকদের শান্তি দেবে। তবে, বর্তমান এই পরিস্থিতিতে আমরা সবাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারব না বা এতে যোগ দিতে নিষেধ করব না। ঢিলেঢালাভাবে মাথার ওড়না পরার অভিযোগে মাহসা আমিনিকে আটক করেছিল ইরানের নীতিপুলিশ। গত বছর ১৬ সেপ্টেম্বরে পুলিশি হেফাজতে তাঁর মৃত্যুর পর ইরানে কয়েক মাস ধরে সরকারবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। মানবাধিকার সংগঠনগুলির তথ্য অনুযায়ী বিক্ষোভ চলাকালীন ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী নারী ও শিশুসহ প্রায় ৬০০ মানুষকে হত্যা করেছে। সেই সঙ্গে এমন কয়েক হাজার মানুষ রয়েছেন যাঁদের বিক্ষোভ চলাকালীন ধরপাকড় ও নির্যাতন করা হয় এবং তাঁরা আজও সেই ক্ষত বহন করছেন। সেই বিক্ষোভের পর ২০ হাজারেরও বেশি ইরানীয় নাগরিককে আটক করা হয়েছিল। আমিনির বাবা ভিওএকে বলেন, আজ, এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, মাহসা শুধু আমিনি পরিবারের নয়, তিনি ইরানের কন্যা। তিনি গোটা দেশের। যাঁরা মাহসাকে লালন করে চলেছেন তাঁরা তাঁর বর্ধিত পরিবারেরই আত্মীয়। এভাবে, মানুষ যা চাইবে আমরা তাকে সম্মান জানাব।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট উইডোডো যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়াকে ‘নতুন যুদ্ধ’ এড়াতে অনুরোধ জানালেন

জাকার্তা : যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়ার মধ্যকার তীব্র ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো এই অঞ্চলে উত্তেজনা কমাতে এবং সংঘাত এড়াতে নেতাদের প্রতি জোর আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার জাকার্তায় ইস্ট এশিয়া সামিট (ইএএস)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় উইডোডো এই অঞ্চলে কয়েক দশক ধরে বিদ্যমান শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। ইএএস অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশন্স (আসিয়ান) এবং যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে একত্রিত করে।
তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধান পরাশক্তির এই তিন নেতা তাদের পরিবর্তে নিজ নিজ প্রতিনিধি ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস, প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভকে শীর্ষ সম্মেলনে পাঠান।
ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো অ্যারন কনেলি বলেন, পরাশক্তির ক্ষমতার রাজনীতিতে ইন্দোনেশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
উইডোডোর বক্তব্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য নেতার দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়। এই অঞ্চলে বিভাজনের হুমকির বিপক্ষে তাদের অবস্থান। শীর্ষ সম্মেলনের নেতারা মিয়ানমারের জান্তাকে আসিয়ানের শান্তি পরিকল্পনা মেনে চলার জন্য সংস্থাটির অক্ষমতা, দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত এলাকায় চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন, ইউক্রেনের যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী প্রভাব এবং উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচির হুমকির ওপর আলোকপাত করেন।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন কোভিড নেগেটিভ, জি২০ সামিট উপলক্ষে ভারত সফর নিশ্চিত করল হোয়াইট হাউস

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ভারতে বসতে চলেছে জি২০ গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির শীর্ষ সম্মেলন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনএর স্ত্রী, ফার্স্ট লেডি জিল করোনা আক্রান্ত। চিকিৎসকেরা তাকে কোভিড পজিটিভ বলে ঘোষণা করেছেন। তবে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে চিকিৎসকেরা কোভিড নেগেটিভ বলে ঘোষণা করায় তিনি শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে ভারতের রাজধানী দিল্লি পৌঁছালেন। শনি ও রবিবার জি২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের দু’দিনের সম্মেলনে যোগ দিতেই তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি জিলএর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনএর দিল্লি সফর ঘিরে অনিশ্চিয়তা দেখা দিয়েছিল মঙ্গলবার ৫ অগাস্ট। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার গভীর রাতে হোয়াইট হাউস থেকে নয়া দিল্লিকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তিনি ভারত সফরে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনএর এই সফর ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত প্রভাবশালী দুই দেশ চীন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টরা সম্মেলনে আসছেন না। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একদিন কিছু সময়ের জন্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু চীনের প্রেসিডেন্ট তা না করে তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রীকে দিল্লি পাঠাচ্ছেন। কূটনৈতিক মহলের একাংশ চীন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিকে বড় করে দেখলেও ভারত তা মানতে নারাজ। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, কে প্রতিনিধিত্ব করল তা দিয়ে ভারত কোনও দেশকে মর্যাদা দেয় না। কেউ আসতে না পারলেও তার দেশ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফর নিশ্চিত হওয়ার খবর দিল্লির কাছে বাড়তি গুরুত্বের কারণ হল এই সফরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনএর জি২০ সম্মেলনে যোগদানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা আছে। বৈঠকে যুদ্ধাস্ত্র কেনা নিয়ে বড় ধরনের চুক্তির সম্ভাবনাও আছে। এছাড়া দ্রুত গতির বিমান কেনা এবং ভারতীয়দের জন্য আরও সহজে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার বিষয়ে কথা হবে বলে ঠিক আছে।

রণকৌশল কিভাবে সাধারণ জনতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি এবং অসম গণ পরিষদের মুখপাত্রদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : আগামী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রত লক্ষ্য রেখে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষ নিজেদের রণকৌশল নির্ধারণ করে চলেছে। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক তৎপর হয়ে রয়েছে শাসক পক্ষের মিত্র জোট। বিশেষ করে বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল এর নেতারা লোকসভা নির্বাচনের প্রতি রেখে নিজেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সঙ্গে নিয়েছেন। তাছাড়া মিত্র জোটের সদস্য দলগুলো নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই অংশ হিসেবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি এবং অসম গণ পরিষদের মুখপাত্রদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রসঙ্গত এর আগে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে তিনসুকিয়ার কনভেনশন সেন্টারে শাসক পক্ষের মিত্র জোটের বিধায়ক, সাংসদ এবং মন্ত্রীরা সমন্বয় রক্ষার উদ্দেশ্যে বৈঠক করেছেন। এই ধারা অব্যাহত রেখে গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে বৃহস্পতিবার দলটির সঙ্গে অসম গণ পরিষদের মুখপাত্রদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আযোজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সংসদ পল্লব লোচন দাস, সাধারণ সম্পাদক দীপ্লু রঞ্জন শর্মা, মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক সচিব তথা সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটা, মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া, সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল, অসম গণ পরিষদের উপসভাপতি দিলীপ পাটগিরি, সুনীল ডেকা, সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা, সাধারণ সম্পাদক মনোজ শইকিয়া প্রমুখ দুটি দলের মুখপাত্ররা উপস্থিত ছিলেন।
রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে সর্বপ্রথম বার এই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে দুটি দলের প্রতিনিধিরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কিভাবে অধিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজেদের কর্মপদ্ধতি পালন করবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার দেশ তথা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য অসংখ্য যে কল্যাণমূলক কার্যসূচি গ্রহণ করেছে সে বিষয়েও বৈঠকে দুই দলের মুখপাত্ররা মত বিনিময় করেন। বিশেষ করে এই কার্যের সূচি গুলো অধিক ফলপ্রসু ভাবে কিভাবে সাধারণ জনতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি প্রতিটি নির্বাচনে দুটি দলের সংবাদ বিভাগ সম্মিলিতভাবে রণনীতি তৈরি করে এগিয়ে যাবে বলে এই দিনের সভায় দল দুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একদল যুবকের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ ডালখোলা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদের ভাস্তা ও ছেলের বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরে ফের চলল গুলি। এবার গাড়ির হর্ন বাজানোকে কেন্দ্র করে একদল যুবকের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ তৃনমুলের ভাইস চেয়ারম্যান এর ছেলে ও ভাস্তার বিরুদ্ধে। এমনই ঘটনা উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থানার ফরসরা এলাকায়। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ এক যুবক রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। আহতের পরিবার সুত্রে জানা গেছে, তার নাম তৈবুর রহমান, বয়স ২২ বছর, বাড়ি বিহারের বাইসি থানার ডাকরা সংলগ্ন বাংড়া গ্রামে।
পরিবারের লোকেদের দাবী, বুধবার রাতে একটি গাড়িতে চেপে ফরসরায় মোমো খেতে গিয়েছিলেন। সে সময় গাড়ির হর্ন বাজানোয় অভিযুক্তরা প্রতিবাদ করলে দুপক্ষের বচসা শুরু হয়। তারপর মারধোর করে তাতেই স্থানীয় দুই যুবক তাদের উপর গুলি করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ডালখোলা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদের ভাস্তা ও ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তারা। ঘটনায় একটি গুলি গাড়িতে লাগে এবং ঘটনায় তৈবুর নামে ওই যুবকের হাতে গুলি লাগে। ডালখোলায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানান আহতের পরিবার। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। যদিও অভিযুক্তদের পক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় জন্মাষ্টমী উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ধুমধামের সহিত পালিত

জলপাইগুড়ি। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি সেন্টারে শুভ জন্মাষ্টমি খুব উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ধূমধামের সহিত পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ জন ভাই বোন ও মাতাজীরা উপস্থিত ছিলেন। এই মনোরম্য অনুষ্ঠানে ছোটো ছোটো ভাই বোনেরা রাধা কৃষ্ণ সেজে এক অনন্য সাধারণ মনমুগ্ধকর স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করেছিলো। তাছাড়া ছোট ছোট ভাই বোনেরা তাদের জাদু করি সুরেলা সঙ্গীত আর নৃত্য পরিবেশন করে সমস্ত শ্রোতা ভাই বোন এক অভূতপূর্ব আনন্দ দান করে।

জাম্বনীতে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় শিবির

ঝাড়গ্রাম (পিনাকী) ঃ ঝাড়গ্রামে জাম্বনী থানার বারুনশোল বেনরসীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও নির্ণয় শিবির হয়ে গেল। ঝাড়গ্রাম লাইফলাইন সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় ও ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হালপাতালের সহযোগিতায় এদিন মোট ১২৯ জন ছাত্রছাত্রীর রক্ত সংগৃহীত হয়। সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সোসাইটি সম্পাদক সুস্মিতা মন্ডল ও প্রধান শিক্ষক তপন কুমার বাগ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সার্বিক সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় কাজ সুস্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।

ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই চারটি বসতবাড়ি

মালদাঃ ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই চারটি বসতবাড়ি।অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন চার দিন মজুরের পরিবারের লোকেরা।অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে আজ বুধবার ভোর চারটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর২ নং ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুলতান নগর উত্তর পাড়ায়।অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বাবা হেমালুদ্দিন ও তার চার ছেলের বসতবাড়ি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর রাতে হেমালুদ্দিন এর বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখে প্রতিবেশীরা ছুটে যান।প্রথম দিকে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই তীব্র ছিল যে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন স্থানীয়রা।ফোন করা হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়,শস্য,কাগজ পত্র ও নগদ কিছু অর্থ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা না গেলেও ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে।পরিবারগুলি সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে ঠাই নিয়েছে।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্বামীকে খুন করেছে স্ত্রী অভিযোগ ছেলের পরিবারের

মালদা ঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্বামীকে খুন করেছে স্ত্রী অভিযোগ ছেলের পরিবারের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার পুকুরিয়া থানার সম্বলপুর রামচন্দ্রপুর এলাকায়। মৃতের নাম হাসান আলী বয়স আনুমানিক ২২ বছর। অভিযুক্ত স্ত্রীকে ওই স্ত্রীকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্বামী স্ত্রী । তাদের পাঁচ বছরের ছেলে কে নিয়ে ঘরের মধ্যেই ছিল। ওই সময়ে বাড়ি থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পাই প্রতিবেশীরা। চিৎকারের আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা সেখানে ছুটে আসলে হাসান আলী কে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই । প্রতিবেশীদের অনুমান তার স্ত্রী মেরে ফেলেছে নিজের স্বামীকে । সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুখুরিয়া থানায়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করেন অন্যদিকে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় সম্পূর্ণ ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চঞ্চলের সৃষ্টি হয় হয় এলাকা জুড়ে। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আম বাগানে এক যুবককে চাকু মেরে খুনের চেষ্টা মালদা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আম বাগানে এক যুবককে চাকু মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে মালদা জেলা রতুয়া থানার মন্ডলপাড়া এলাকায়। আহত যুবক অমিত মন্ডল বয়স(৩৩)বছর। অভিযুক্ত যুবক মন্ডলের বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আজ দুপুরে অভিযুক্ত যুবক দীপক মন্ডল অমিত মন্ডলকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় স্থানীয় আমবাগানে। পরিবারের লোকের অভিযোগ সেই আম বাগানে দীপক ও অমিত ছাড়াও বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিল বলে জানা যায়। এরপর কথা কাটাকাটি হয় দুজনের মধ্যে তারপরে অমিত মন্ডলকে পেটে চাকু মারে দীপক মন্ডল। অমিত মন্ডলের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ও পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কা জনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে অমিত মন্ডল নামে ওই যুবক। এই বিষয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রতুয়া থানা লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে আক্রান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাজেহাল বিজেপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ কীর্ণাহারের বিজেপির জনসভাতে নাটকীয় পরিস্থিতি,তবে অল্প সময়েই সামাল দিলেন ডঃ অনুপম হাজরা। জনসভাতে খোদ বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্নাসীচরণ মণ্ডলক নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে,কার্যত তাকে অপদার্থ দাবি করে পোস্টার নিয়ে হাজির বিজেপি কর্মীদের একাংশ।কিসের বিনিময়ে পুর নির্বাচনে বোলপুরে তৃণমূলকে ওয়াকওভার দেওয়া হলো কেন, কেনই বা বোলপুরে কোন সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় নেই? কেনই বা আপনার শহর কীর্ণাহারে কোন কার্যালয় নেই? অপদার্থ সন্নাসীচরণ মণ্ডল জবাব দিন? এই ধরনের লেখা সম্বলিত পোস্টার দেখা যায় কিছু বিজেপি কর্মী সমর্থকদের হাতে,যদিও তারপরেই বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা মঞ্চ থেকেই সভা শেষে কথা বলার আশ্বাস দিয়ে, পোস্টার সরিয়ে নিতে বললে বিক্ষুব্ধ কর্মী সমর্থকরা পোস্টার সরিয়ে নেন।

ধূপগুড়িতে শুভেন্দু অধিকারী সহ সাংসদ, বিধায়ক এবং বিজেপি মন্ত্রীদের একটি বিশাল সমাবেশ হয়েছিল

জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে, বুধবার, বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়করা সহ বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কর্মীরা এলাকায় বিশাল সমাবেশ করেছেন। ৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর আগে রাজ্যের ক্ষমতাসীন টিএমসি এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপির সিনিয়র নেতারা ধূপগুড়িতে বিশাল সমাবেশ ও জনসভা করছেন। একদিকে যেখানে তৃণমূলের যুব নেতা সায়ানি ঘোষ জনসভায় ভাষণ দিতে ধূপগুড়ি পৌঁছেছেন, অন্যদিকে বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীও ধূপগুড়িতে বিশাল সমাবেশ করেছেন। বুধবার, শুভেন্দু অধিকারী সহ একাধিক বিজেপি বিধায়ক, সাংসদ এবং মন্ত্রী বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের করেন। মিছিলটি ধুপগুড়ি কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে অবশেষে নেতাজি পাড়ায় গিয়ে শেষ হয়।

কৃষি জমি থেকে গলাকাটা অবস্থায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা ঃ এমনই ঘটনাটি ঘটেছে চন্দ্রকোনা থানার কুয়াপুর সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানাজায় কুয়াপুর এবং বালা সংযোগকারী গ্রামীণ রাস্তার ধারে কৃষি জমিতে পড়ে রয়েছে গলাকাটা অবস্থায় এক মহিলার দেহ। প্রতিদিনকার মতো এদিনও এই রাস্তা দিয়ে কিছু মানুষ ব্যবসা করতে যাচ্ছিল তাদেরই এই নজরে আসে। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে চন্দ্রকোনা থানায় ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনা স্থলে এসে উপস্থিত হয় চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। যদিও ঐ মহিলার এখনো পর্যন্ত নাম পরিচয় জানা যায়নি।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দুস্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে নিহত ১, আহত আরো দুজন

কলকাতা ঃ আবারো তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দুস্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে নিহত ১, আহত আরো দুজন। নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার ধাপারিয়া এলাকার ঘটনা। আহত পরিবারের সদস্য গুলমিষা বিবির অভিযোগ, তাদের পরিবারের প্রত্যেকেই তৃণমূল দল করেন। বেশ কয়েকদিন ধরেই অন্য এক তৃণমূলের গোষ্ঠী তাদেরকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে শুরু করে। এদিন তৃণমূলের আশ্রিত ওই দুষ্কৃতীরা হঠাৎ তাদের বাড়িতে হামলা চালায়, এরপরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে তার স্বামী ছেলে সহ আরো একজনকে। ঠেকাতে গেলেই দুস্কৃতীরা বন্দুক দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকে, ঘটনাস্থলে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। যদিও ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত হয় আরো দুজন, তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। পরিবারের দাবি, তারা দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল দলটি করেন, কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেসকে সাপোর্ট করেছে বলে অভিযোগ তোলে অভিযুক্ত ওই তৃণমূল কর্মীরা। আর এই হামলার পেছনে এটাই কারণ বলে মনে করছেন আহত পরিবার। তবে গোটা ঘটনার তদন্তে নাকাশীপাড়া থানার পুলিশ।

আবহাওয়া আপডেট

কলকাতা ঃ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। এর প্রভাবে সেপ্টেম্বরের শুরুতে সক্রিয় হবে মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গে। তৈরি হতে পারে একটি উত্তর দক্ষিণ নিম্নচাপ অক্ষরেখা। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। আপাতত বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকবে। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ নিচের দিকের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার সঙ্গেই বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। দক্ষিণবঙ্গে উইকেন্ডে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। শুক্রবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উপকূলের জেলায়। শনিবার থেকে মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আজ বীরভূম মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। আগামীকাল সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের দুই থেকে তিন ডিগ্রি বেশি থাকবে। তাপমাত্রার সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। কলকাতায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে থাকায় অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। আংশিক মেঘলা আকাশ।

গত ৮ আগস্ট অপহৃত উত্তর দিনাজপুরের দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে ছেড়ে দেওয়া হয়

উত্তর দিনাজপুর ঃ ৮ তারিখে অপহরণ হওয়া গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য উদ্ধার হলো বৃহস্পতিবার। জানা গিয়েছে অপহরণ হওয়ার পর শিলিগুড়ির রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় একটি ঘরে তাদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার অপহরণকারীদের হাত থেকে পালিয়ে ইসলামপুর থানায় হাজির হন অপহরণ হওয়া দুই পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ জাহিদ আলম ও মহম্মদ আসলাম। অপহরণের অভিযোগ উঠে চোপড়া বিধায়ক হামিদুল রহমানের গোষ্ঠীর লোকজনের বিরুদ্ধে। উদ্ধারের খবর পেয়ে ইসলামপুর থানায় ছুটে আসেন ইসলামপুরের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন ও তার অনুগামীরা। সমস্ত ঘটনার বিষয়ে পুলিশকে জানিয়েছেন অপহরণ হওয়া দুই পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খাদ্য আন্দোলনে শহীদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সিপিআইএম এর

শিলিগুড়ি ঃ খাদ্য আন্দোলনে শহীদদের স্মরণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলো দার্জিলিং জেলা সিপিআইএম।বৃহস্পতিবার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে দার্জিলিং জেলা সিপিএম এর কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে এক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন শহীদদের প্রতি মাল্যদান করে শহীদদের শ্রদ্ধা জানান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য, জিবেশ সরকার সহ অন্যান্যরা।

তৃনমুলের মমতা মন্দিরের পক্ষ থেকে রাখী বন্ধন উৎসব পালিত

শিলিগুড়ি ঃ সুর্যসেন কলোনীর এ ব্লকের তৃনমুল কংগ্রেসের মমতা মন্দিরের পক্ষ থেকে বুধবার রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়।এদিন তৃনমুলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক মদন ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এই উৎসব পালন করেন তারা।জেলা সম্পাদককে কাছে পেয়ে মহিলা সদস্যরা সকলে মিলে রাখি পরান তাকে।পরবর্তিতে পথ চলতি মানুষকে রাখী পরিয়ে মিষ্টি মুখ করান তারা।এদিন মদন ভট্টাচার্য জানান,,রাজ্যে ঐক্য সম্প্রিতি বজায় রাখতে বিশেষ তৎপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারনে তৃনমুল জাতপাত বর্ণ, নির্বিশেষে সকলকে রাখী পরিয়ে ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহন করা হয়েছে।

সারা দিনের ব্যস্ততার মধ্যে সংস্কৃতি দিবস উদযাপনের অংশিদার হলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়িঃ রাখি পূর্ণিমার শুভক্ষণে রাজ্য জুড়ে পালিত হলো সংস্কৃতি দিবস।শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে আজকের দিনটিকে স্বরনীয় করে রাখতে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের সামনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে রাখি পূর্ণিমা উদযাপিত করা হয়।প্রথমে রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটোতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেয়র ডেপুটি চেয়ারম্যান বোরো চেয়ারম্যান সহ সকল অতিথিরা।এরপর বিভিন্ন স্কুলের কঁচিকাঁচারা সহ শিক্ষীকারা সকলের হাতে রাখি পরিয়ে আজকের দিনটি উদযাপিত করেন।

জলাশয় থেকে উদ্ধার এক যুবকের মৃতদেহ! চাঞ্চল্য রাজগঞ্জের পাগলাহাট এলাকায়

রাজগঞ্জ ঃ সোমবার থেকে নিখোঁজ পর অবশেষে বুধবার এক জলাশয় থেকে উদ্ধার হল ৩৫ বছর বয়সের এক যুবক মৃতদেহ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসী কাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলাহাট সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই যুবকের নাম মন্টু সিংহ রায় (৩৫)। গত সোমবার এলাকারই এক বন্ধুর সাথে পাগলা হাটে যাওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে সোমবার এবং মঙ্গলবার তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে কিন্তু পাওয়া যায়নি। আজ বেলা দশটা নাগাদ তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে এক জলাশয়ের সামনে মৃতার দাদা তার ভাইয়ের জুতো এবং রুমাল দেখতে পরে থাকতে দেখতে পায়। এরপরই সন্দেহ হওয়ায় তিনি জলাশয়ে ভালো মতো চোখ মেলতেই কচুরিপানার ভিতরে তার ভাইয়ের মৃতদেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পরিবারের দাবি বন্ধু বান্ধবদের সাথে কিছু হওয়ার জেনে এই ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে গোটা ঘটনাটির তদন্ত করছে বলে রাজগঞ্জ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জটেশ্বর করোনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির রাখি বন্ধন উৎসব পালন

আলিপুরদুয়ার ঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জটেশ্বর করোনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হল। বুধবার সকালে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর বাজার, জটেশ্বর বাস স্ট্যান্ড সহ বেশ কিছু এলাকার পথ চলতি মানুষদের রাখি পড়িয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

জটেশ্বর এক নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস উদ্যোগে জটেশ্বরে পালিত হলো রাখি বন্ধন উৎসব

আলিপুরদুয়ার ঃ জটেশ্বর এক নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস উদ্যোগে জটেশ্বরে পালিত হলো রাখি বন্ধন উৎসব। বুধবার সকালে ফালাকাটা ব্লক জটেশ্বর চৌপথি ওই রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এদিন পথ চলতি মানুষদের রাখির পরিয়ে মিষ্টি মুখ করিয়ে উৎসব পালন করা হয়। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, অঞ্চল সভাপতি পঙ্কজ কুমার রায়, চেয়ারম্যান হৃষিকেশ দাস, জটেশ্বর ১ নম্বর অঞ্চলের প্রধান মস্তফা আলী ছিলেন ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কাশেম আলী মিঞা প্রমুখ।

পুলিশ প্রশাসন ও হবিবপুর ব্লক যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে সাড়ম্বরে রাজ্য ব্যাপী সংস্কৃতি দিবস পালন করা হলো

মালদা ঃ রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যবাপী সংস্কৃতি দিবস পালন। হবিবপুর পুলিশ প্রশাসন ও হবিবপুর ব্লক যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে আইহো বাস স্ট্যান্ডে সাড়ম্বরে রাজ্য ব্যাপী সংস্কৃতি দিবস পালন করা হলো।এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ প্রথমে সকলেই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্গ প্রদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর থানা আইসি সুবীর কর্মকার সহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।থানার আইসি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাখি পরিয়ে শুভ রাখি বন্ধন উৎসব শুরু হয়। পরে পথ চলতি মানুষ, গাড়ি চালক, পুলিশ কর্মীদ ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের রাখি পরিয়ে এবং মিষ্টিমুখ করানো হয়।হবিবপুর থানার আইসি সুবীর কর্মকার বলেন,, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার বন্ধনে একে অপরের সুসম্পর্ক লক্ষ্যে রাখি বন্ধন উৎসব। তাই আগামী দিনে সকলে একত্রিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে বাঁচাতে হবে।

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে পৌঁছেছেন তৃণমূলের যুবনেতা সায়ানি ঘোষ

জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে পৌঁছলেন তৃণমূলের যুবনেতা সায়ানি ঘোষ। বুধবার ধূপগুড়ি দক্ষিণায়ন ক্লাবে আযো়জিত এক সভায় ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে দলের প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালান তিনি। গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় দুশো টাকা কমিয়ে দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ লাগলেন তৃনমূল যুব নেত্রী সায়নী ঘোষ। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষের সাথে ডঃ নির্মল চন্দ্র রায় সহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

নদীয়ার রানাঘাটের সেনকো গোল্ড শোরুমে প্ল্যাকাড হাতে নিয়ে কালো ব্যাচ পড়ে মৌন প্রতিবাদ শোরুমে কর্মরত দের

কলকাতা ঃ এখনো আতঙ্ক যেন পিছু ছাড়ছে না। আতঙ্ক নয় আমরা শান্তি চাই, যে ঘটনা ঘটে গেল আমরা আতঙ্কিত শঙ্কিত। এই দাবিতে নদীয়ার রানাঘাটের সেনকো গোল্ড শোরুমে প্ল্যাকাড হাতে নিয়ে কালো ব্যাচ পড়ে মৌন প্রতিবাদ শোরুমে কর্মরত দের। সম্প্রীতি গতকাল নদীয়ার রানাঘাটে ভর দুপুরে ঘটে যায় ভয়ানক ডাকাতির ঘটনা। অলংকারের শোরুমে ঢোকে একদল দুস্কৃতী, এরপর কর্মরতদের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে লুটপাট করে সোনার অলংকার যা কয়েক কোটি টাকার মূল্য। সাথে সাথেই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসতেই দুস্কৃতীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধাওয়া করে পুলিশ, এরপরই পুলিশ ও দুস্কৃতীদের মধ্যে শুরু হয় গুলিবর্ষণ। যদিও পুলিশের গুলিতে আহত হয় দুই দুস্কৃতী, তাদের পুলিশি হেফাজতে রেখে চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। যদিও এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, আজ ধৃতদের আদালতে তোলা হবে। সেনকো গোল্ড এর শোরুমে কর্মরতদের দাবি, তাদের যা ক্ষতি হয়েছে অভাবনীয় এখনো বেশ কয়েক কেজি সোনার হদিস মেলেনি যা পাওয়া গেছে তা সামান্য মাত্র। পুরো শোরুমটি থেকে সোনা লুট করা হয়েছে বলে দাবি কর্মরতদের। তবে সামনেই পূজোর মরশুম তার আগে এত বড় ক্ষয়ক্ষতি তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। পুলিশ সাথে সাথে সঠিক ভূমিকা নিলেও এখনো পর্যন্ত লুট হয়ে যাওয়া সব সোনা পাওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে এই ডাকাতির ঘটনার পেছনে মূল পান্ডা কে এছাড়াও আরো কারা এই চক্রের সাথে জড়িত তার দ্রুত তদন্ত করছে পুলিশ। আজও সকাল থেকে থমথমে গোটা রানাঘাট থানা এলাকা। সোনার দোকানের সামনে চলছে পুলিশের কড়া নজরদারি, এছাড়াও এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছে পুলিশ। যদিও একই দিনে একই সময়ে দুটি জেলায় ঘটে এই ডাকাতির ঘটনা, তাও আবার সেনকো গোল্ড শোরুমে। তবে এই ডাকাতি কি পরিকল্পিতভাবে নাকি প্রভাবশালীদের মদত রয়েছে তা সবটাই উঠে আসবে পুলিশি তদন্তে।

জয়দেব কেন্দুলী পুলিশ ফাঁড়িতে উদ্যোগে পালন করা হলো রাখি বন্ধন উৎসব

কলকাতা ঃ ৩০ শে আগস্ট বুধবার পবিত্র রাখি বন্ধন দিন হিসাবে পালন করা হয়।বীরভূম জেলার ইলামবাজার ব্লকের অন্তর্গত জয়দেব কেন্দুলী পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসবটি পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন জয়দেব পুলিশ ফাঁড়ি র কর্মরত আইসি সেখ সাকিব সাহেব ও তাঁর সহ কর্মীবৃন্দরা। সংবাদসুত্রে প্রকাশ প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরেও জয়দেব পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসবটি কে পালন করা হয়। এবং এই রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে জয়দেব এলাকাবাসী তথা টোটো চালক, অটোচালক ও ব্যবসায়ী গনরা খুবই খুশি ও আনন্দিত। সূত্রে প্রকাশ এরকম উৎসব যাতে প্রতিবছর হয় এবং পুলিশের ভালোবাসা ও মানবিকতা দেখানোর জন্য সাধারণ মানুষ ও এলাকাবাসী জয়দেব পুলিশ ফাঁড়ি র আইসি শেখ সাকিব সাহেব মহাশয় কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এইরকম উৎসবকে পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে সফল ও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য জয়দেব এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ী গনরা সাধুবাদ জানিয়েছেন।।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলের হাতপা ধরে সাংসদ হয়েছেন বলে মন্তব্য মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকার

কলিয়াবর কেন্দ্রে এআইইউডিএফ প্রার্থী দিলে নির্বাচনের ফলাফল ভিন্ন হতো

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যেই শাসক বিরোধী উভয় পক্ষ একে অপরকে বাক্য বান নিক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক তৎপর রয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেস। শাসক বিরোধী দুই দলের নেতারা নিয়মিত ভাবে নিজেদের মধ্যে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন সাংসদ গৌরব গগৈ এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলের হাতপা ধরে সাংসদ হয়েছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে কলিয়াবর কেন্দ্রে এআইইউডিএফ প্রার্থী দিলে কংগ্রেস সাংসদ কখনোই জয়ী হতে পারতেন না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈকে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের পরিবর্তে নতুন করে গঠন হওয়া কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সঙ্গে এটাও বলেছেন যে যেহেতু নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ তার থেকে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ সিনিয়র। ফলে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী তারা করার ভাবনা গৌরব গগৈর ছেড়ে দেওয়া উচিত। যেহেতু কলিয়াবর কেন্দ্রের নতুন নামকরণ কাজিরাঙ্গা হয়েছে। ফলে এই কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে ২০২৪ এর নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত হবে বলেও মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি।

এবার এই বিষয়ে ফের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ আসন্ন নির্বাচনে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তবে সেইসঙ্গে তিনি এটাও চেষ্টা করছেন যাতে এআইইউডিএফ নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী পক্ষেপ না করে। যেমনটি তিনি করেছিলেন গত লোকসভা নির্বাচনে। গত লোকসভা নির্বাচনেও এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলের হাতপা ধরে কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রে দলটির প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদানের সক্ষম হয়েছিলেন সাংসদ গৌরব গগৈ। একই কাজ করেছিলেন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। এর ফলেই গত লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ নগাঁও এবং কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রে নিজের নিজেদের প্রার্থী দেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা বলেন শুধুমাত্র লোকসভা নির্বাচন নয় গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ একসঙ্গে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এমনকি এরপর রাজ্যসভা নির্বাচনেও দুটি দল একসাথে ছিল। এই দুটি দলের মধ্যে সম্পর্ক আপন দাদা ভাইয়ের তুলনায় বেশি বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। ফলে ২০২৪ সালেও এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইছেন সাংসদ গৌরব গগৈ। তিনি কোনভাবে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈকে ল্যাং মেরে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পাশাপাশি এই কেন্দ্র থেকে যাতে এআইইউডিএফ নিজেদের প্রার্থী প্রক্ষেপ না করে সেই চেষ্টা গৌরব গগৈ অব্যাহত রেখেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা।

বহুবিবাহ এবং লাভ জিহাদ বিরোধী আইনের প্রস্তাবকে স্বাগত হিন্দু যুব ছাত্রের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে সরকার চিন্তা ভাবনা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। রাজ্যের বিরোধীপক্ষ বিশেষ করে এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমল এই সংক্রান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন। তবে এর সমর্থনেও এগিয়ে এসেছে বেশ কয়েকটি দল সংগঠন। বহুবিবাহ ব্যবস্থা এবং লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আগন্তুক বিধানসভা অধিবেশনে আইন প্রস্তুত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেওয়া পদক্ষেপকে সম্পূর্ণভাবে স্বাগত জানিয়েছে হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদ অসম।

হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা বৃহস্পতিবার মহানগরের দিশপুর প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে সরকারের এই সিদ্ধান্তে প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন বৈশ্য নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বহুবিবাহ এবং লাভ জিয়ার বিরোধী আইন প্রস্তাবনা প্রস্তুত করছেন বলে ঘোষণা করেছেন। সরকারের এই চিন্তাধারাকে স্বাগত জানাচ্ছে হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদ। কারণ এই সংগঠনের তরফে বহু আগেই লাভ জিহাদ প্রতিরোধ করার জন্য একটি কঠোর আইন প্রস্তুত করার দাবি জানিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকেও একই দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকার এই স্পর্শকাতর বিষয় দুটোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি সর্বানন্দ সোনোয়াল সরকারের দিনেও এ বিষয়ে দুটির উপর ব্যবস্থা নেবে বলে রাজ্যের ভূমিপুত্র হিন্দু সমাজ বহু আশা করেছিল। কিন্তু সোনোয়াল সরকার এই সংক্রান্তে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে পাঁচ বছর অতিক্রম করেছে বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদের সভাপতি।

তিনি বলেন বর্তমান সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয় দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সহকারে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদ অসম যে কঠোর আইনের পোষকতা এতদিন ধরে করে আসছে যদি সেই ধরনের আইন প্রস্তুত করা হয় এবং এটাকে কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় তাহলে রাজ্যে একটিও লাভ দেয়ার সংঘটিত হবে না। হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদের সভাপতি বলেন বৈশ্য এই আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। সেই হিসাবে ভুয়া নামে প্রেমের জালে ফেলে হিন্দু বা অন্য ধর্মের মেয়েকে নিকাহ করলে সেই মেয়েকে ইসলাম ধর্মে বলপূর্বক ভাবে ধর্মান্তরিত করা যাবে না, ইসলাম ধর্মের ছেলে অথবা পুরুষ ছলনার মাধ্যমে হিন্দু মেয়েকে নিকাহ করলে মেয়েটির মৌলিক অধিকারে হাত দিতে পারবে না ইসলাম ধর্মের স্বামী গৃহ। তাছাড়া মেয়েটি স্বামী গৃহে যদি পূজা অর্চনা উপাসনা করতে চায় তাহলে ইসলাম ধর্মী স্বামী গৃহ সে ক্ষেত্রে বাধা আরো করতে পারবে না।

পরম্পরা রক্ষা করার জন্য সতিসম্পত্তির উচ্চপার্বণ স্বধর্মের নীতি নিয়মে পালন করতে চাইলেও বাধাহীনভাবে সেই হিন্দু মেয়ের সেটা পালন করার অধিকার থাকতে হবে। অন্যথা মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তার স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং স্বামীর পরিবারের সঙ্গে গাঁও বুড়া কাজী প্রমুখদের ন্যূনতম ১০ বছর সশ্রম কারো জন্য দলিত করা ব্যবস্থা সেই আইনে থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন বৈশ্য। তিনি বলেন এরপরেও যদি ইসলাম ধর্মীয় ছেলে কিংবা পুরুষ হিন্দু বা অন্য ধর্মের মেয়েকে প্রেম করে নিকাহ করে তাহলে সত্যিই সেই প্রেম স্বর্গীয় বলে মেনে নিতে হিন্দু যুব পরিষদ কুণ্ঠাবোধ করবে না বলে সংগঠনটির তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিষদের সভাপতি বহুবিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়ত আইনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

ভারতবর্ষে শরীয়তায় নিষিদ্ধ করা প্রযোজন এবং প্রত্যেকের জন্য এক আই ন থাকা জরুরী বলে তিনি মন্তব্য করেন। বহুবিবাহের জন্য বর্তমান জনবিস্ফোরণ হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি বহুবিবাহ নির্মূল করার জন্য কঠোর থেকে কঠোরতম আইন প্রণয়ন করার স্বার্থে সরকার কাছে দাবী জানিয়েছেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে হিন্দু যুব পরিষদ অসমের কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন বৈশ্য, সাধারণ সম্পাদক মাধব দাস ছাড়াও সাংগঠনিক সম্পাদক নীতিশ ভট্টাচার্য, প্রচার সম্পাদিকা লিজা মনি দাস, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক বিটুমণি গগৈ প্রমুখ শীর্ষস্থরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কচিকাঁচাদের কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলা উদ্যোগে জন্মাষ্টমীর পুন্যলগ্নে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা বুধবার হলো সিউড়ি পাইকপাড়া সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে । কচিকাঁচারা অংশগ্রহণ করে । বীরভূম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, কুড়ি পঁচিশবছর ধরে এই প্রতিযোগিতার আযোজন করছি । ক ও খ বিভাগে অংশগ্রহণ করে প্রায় পঁচাশি জন প্রতিযোগী । সব ধর্ম বর্নের মানুষজনের বাচ্চারা অংশগ্রহণ করেছে ।

নবনির্মিত তৃতীয় লাইন পরিদর্শনে পূর্ব রেলের নিরাপত্তা কমিশনার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রামপুরহাট থেকে চাতরা (২২.৬৪ কিলোমিটার) তৃতীয় লাইনের কাজ শেষ হয়েছে । ২১৮.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । বুধবার সেই নবনির্মিত তৃতীয় লাইন পূর্ব রেলের নিরাপত্তা কমিশনার শুভময় মিত্র, হাওড়া বিভাগের ডিভিশনাল ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার সহ রেল আধিকারিকরা পরিদর্শন করেন । নলহাটি রেলস্টেশনে পূর্ব রেলের নিরাপত্তা কমিশনার শুভময় মিত্রকে সংর্বধনা জ্ঞাপন করে নলহাটি নাগরিক মঞ্চ এবং নলহাটি ব্যবসায়ী সমিতি সদস্যরা । নলহাটি প্লাটফর্ম এবং লেভেল ক্রসিংয়ের সমস্যার ব্যাপারে দুটি চিঠিও দেওয়া হয় । এরফলে যাত্রীবাহী ও পন্যবাহী ট্রেনের গতি বাড়বে বলে মনে করছে রেল দপ্তর । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের রামপুরহাট - চাতরা রেললাইনকে কিউল পর্যন্ত ১৮৬৬ সালে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল ।

চলন্ত বাসে আগুন চাঞ্চল্য

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার বোলপুর থেকে আমোদপুরগামী বেসরকারি বাসে হঠাৎ আগুন ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । রাজা বীরবংশী বলেন, ধুয়ো বেড়োতে থাকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলো বাস । দমকল এসেছিল ।

কেষ্টবাবু নীলকন্ঠ বিস্ফোরক বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বোলপুর সাংগাঠনিক জেলার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার লাভপুর এলাকায় জনসভা করে বিজেপি । জনসভায় লাভপুর বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিংহের নাম না করে বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, এখানকার বিধায়কের কারনে তৃনমূলের জেলা সভাপতি তিহারে কারণ বকলমে বীরভূম জেলার তৃণমূল দলটা চালায় এখানকার বিধায়ক নাম নিয়ে তাকে বড়ো করছি না । উনি সামনে আসেন না পিছন থেকে কলকাঠি নাড়েন । তৃণমূল সাংসদ এমনসব মানুষকে করা হয় যারা সাদা কাগজে সই করে দেবে । এখনকার বোলপুরের এমপিকে গ্যারেজ করে রেখেছে তৃণমূল । সাংসদ তহবিলের পঁচিশ কোটি টাকা যারা সই করবে না তাদের বহিস্কার করা হবে । কেষ্ট লবি থেকে রানা সিং লবিতে আশ্রয় নিয়েছে মোটামোটা সোনার চেন কলকাতায় ফ্ল্যাট নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ব্যবসথা হবে শুধু একটু ধৈর্য ধরুন । পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, কেষ্টবাবু নীলকন্ঠ চুরি সবাই করলো জেলে গেলেন কেষ্ট মন্ডল যদিও উনার অনুপ্রেরণাতেই চুরিটা হতো । যদি উনি তিহারে যেতে পারেন বাকিরা তো অন্তত আসানসোল,প্রেসিডেন্টি যেতে পারেন । বীরভূমে প্রশাসন কন্ট্রোল করে বকলমে এখানকার বিধায়ক । তার যে পরিমাণ সম্পত্তি বেড়েছে তার সীমান্তপল্লীর বাড়ীটা কয়েক কোটি টাকার বাড়ী । মানুষের ধৈর্য্য হারিয়ে যাচ্ছে । তৃনমূলকে রাজ্যছাড়া করতে সাধারণ মানুষজন যথেষ্ট । চেনা মাটিতেই বহু খেলা বাকি আছে । চোর দেখলেই চেনা যায় । তৃণমূল নেতাদের মদের আসরে ব্যবসায়ীরা বসে তারা সরাসরি তৃণমূল করে না কিন্তু তৃনমূলকে ফান্ড করে ।

ট্রাম্প দৃশ্যপটে ফিরছেন, মিডিয়াও তা পছন্দ করছে, কেন?

বেলেন ফার্নান্দেজ

গত ১৪ আগস্ট সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চতুর্থবারের মতো অপরাধমূলক কাজের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। ওই দিন এমএসএনবিসি নেটওয়ার্ক বিখ্যাত সাংবাদিক র‍্যাচেল ম্যাডোর সঞ্চালনায় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনকে নিয়ে ট্রাম্পের ঘটনাবলি সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জর্জিয়ার মামলায় ২০২০ সালের নির্বাচন নস্যাৎ করার চেষ্টার অভিযোগে ট্রাম্প আরও ১৮ জনের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়েছেন এই খবর সংক্রান্ত ম্যাডোর রাত নয়টার শোটি নজিরবিহীনভাবে ৩৯ লাখ ৩০ হাজার দর্শক দেখেছে। এমএসএনবিসির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নেটওয়ার্কে পোস্ট করা হিলারির বক্তব্যের একটি অংশ ক্লিপ আকারে জুড়ে দিয়ে সেটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, 'হিলারি ক্লিনটন সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বিলাপ করেছেন, যা বাস্তব ফলাফলকে নয়, বরং রাজনৈতিক থিয়েটারকে পুরস্কৃত করে থাকে।'

এই কথাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিলারি বলেন, ট্রাম্পের উত্তরসূরি জো বাইডেন কোনো 'রাজনৈতিক নাটকের অভিনয়শিল্পী নন।' হিলারি বলেছেন, এক ধরনের নাটকধর্মী বোধ এখন মার্কিন জনমানসে প্রাধান্য বিস্তার করছে, যা 'বিভক্ত তথ্যের বাস্তুতন্ত্র' তৈরি করেছে। এটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের কৃতিত্বের খবর প্রচার করা অধিকতর কঠিন করে তুলেছে। কারণ, বেশির ভাগ আমেরিকান এখন আর 'তাদের খবর এমএসবিসি থেকে পান না', বরং তাঁরা তা পান 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে'।

হিলারি বলছিলেন, যেহেতু জাতীয় অবকাঠামো এবং অন্যান্য জটিল বিষয় নিয়ে কথা শোনা এখন জনগণের কাছে 'ক্লিশে' হয়ে গেছে, তাই মিডিয়া ভেন্যুগুলো, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প বা এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা আমাদের নেতিবাচক বার্তা দেওয়া ছাড়া কিছুই করেন না, তাঁদের সম্পর্কে কথা বলার বিষয়কেই বেছে নেয়। কারণ এসব আলাপ অনেক বেশি চটকদার ও উত্তেজনাপূর্ণ।' মজার বিষয় হলো, হিলারি যেটি বলছিলেন, ঠিক সেই কাজটিই তখন ম্যাডো ও হিলারি করছিলেন।

ট্রাম্পের অভিযোগের বিষয়ে এমএসএনবিসির শ্বাসরুদ্ধকর কভারেজ চ্যানেলটির রেটিংকে যথেষ্ট বাড়িয়েছে। অর্থাৎ এখানেও সেই 'থিয়েটার'ই বিক্রি হয়েছে।

প্রাইম টাইম রেটিংয়ের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কটি মাঝেমধ্যে ফক্স নিউজকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সস্তা চাঞ্চল্যকর তথ্যের ওপর ভর করে রাজত্ব করা ট্যাবলয়েড মার্কা 'নাটকের' দিকে তারাও ঝুঁকছে। ভ্যানিটি ফেয়ার পত্রিকা বলেছে ট্রাম্পের অভিযুক্ত হওয়ার সর্বশেষ ঘটনা এমএসএনবিসির হাতে সুপার বোল এনে দিয়েছে। ওই দিন, অর্থাৎ ১৪ তারিখ রাত নয়টা থেকে পরদিন ভোর তিনটা পর্যন্ত ফক্স নিউজ ও সিএনএনের সম্মিলিতভাবে যত দর্শক ছিল, ওই সময়টুকুতে তার চেয়ে অনেক বেশি দর্শক ছিল এমএসএনবিসি নেটওয়ার্কের। গত ২৪ আগস্ট ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখানোর আগমুহূর্তে এমএসএনবিসি ম্যাডো, ক্রিস হেইস ও অন্যান্য নামজাদা ভাষ্যকারদের ঘটনার ধারাবাহিক ধারাভাষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রেখেছিল। এই নেটওয়ার্ক ট্রাম্পের বিমানটি আটলান্টায় অবতরণ করার পর থেকে তাঁর ফুলটন কাউন্টি কারাগারে যাওয়া পর্যন্ত পুরো পথ অনুসরণ করেছিল।

এটি নিশ্চিত, এমএসএনবিসিই একমাত্র উদারপন্থী মার্কিন সংবাদমাধ্যম নয়, যারা সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 'অনন্তকালব্যাপী সোপ অপেরা' নিয়ে চমক তৈরি করে থাকে। তবে এটি এমন একটি নেটওয়ার্ক, যে কিনা এই মুহূর্তের সবচেয়ে সন্দেহজনক আর্টফর্মকে সবচেয়ে নিখুঁত করে তুলতে পারে। ট্রাম্পের একসময়কার প্রতিদ্বন্দ্বী সিএনএনের প্রবাদতুল্য প্রাইমটাইম এই নেটওয়ার্কের সামনে ধুলায় মিশে গেছে। গত এপ্রিলে ট্রাম্পকে যখন ম্যানহাটানের একটি আদালতে অর্থ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত ৩৪টি অপরাধমূলক কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন দ্য নিউ রিপাবলিক এর অ্যালেক্স শেফার্ড বলেছিলেন, 'কেব্‌ল নিউজের সম্প্রচার সময়ের শূন্যতা ট্রাম্পের মতো আর কেউ পূরণ করতে পারে না।'

ট্রাম্পের আদালতের দরজার বর্ণনা দিতে গিয়ে সিএনএন যেভাবে অযৌক্তিক সময় ব্যয় করেছিল, সে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে শেফার্ড মন্তব্য করেছিলেন, ট্রাম্প 'হয়তো এখন আর শীর্ষ ফর্মে নেই, কিন্তু যখন কোনো গরম ইস্যুর মরিয়া প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেই শূন্যতা তিনিই পূরণ করতে পারেন।' এটি অবশ্যই নয় যে ট্রাম্প সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির খবর মূল্য নেই কিংবা এমনও নয় যে সাবেক অথবা বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের অপরাধমূলক তৎপরতা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের তৎপর হওয়া ঠিক হবে না। বিশেষ করে সেই ব্যক্তি যদি আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থী হন, তাহলে তাঁর বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের আগ্রহ থাকারই কথা। কিন্তু ট্রাম্পের খবর প্রচার করতে গিয়ে খবরবহির্ভূত বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের অহেতুক, অতিরঞ্জিত ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনা মূল খবরকে 'রিয়েলিটি শো' ধরনের বিষয় বানিয়ে ফেলে। এতে ট্রাম্পের খবর ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রচুর খারাপ খবর থাকে, তা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। অথচ দর্শক টানতে গিয়ে উদারপন্থী মার্কিন মিডিয়াগুলো ট্রাম্পের এই অপ্রয়োজনীয় খবর প্রচার করে যাচ্ছে।

ইন্ডিয়ার বদলে ভারত - উৎস কী ভারত নামটির?

ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাঠানো একটি নৈশভোজের আমন্ত্রণ পত্র এবং প্রধানমন্ত্রীর ইন্দোনেশিয়া সফরের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত এক সরকারি নথিতে ইংরেজিতে 'ভারত' নামটি ব্যবহার করায় শুরু হয়েছে বিতর্ক। সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। আলোচনার শুরু জি২০ সম্মেলন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আয়োজিত একটি নৈশভোজের আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে। সেখানে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত'। এই আমন্ত্রণ-পত্রটি দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও গিরিরাজ কিশোর সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন। আবার বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন ইন্দোনেশিয়া সফরের একটি সরকারি নথি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন মঙ্গলবার রাতে, সেখানেও মি. মোদীর পরিচয় লেখা হয়েছে 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত'।

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

ইংরেজিতে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি ব্যবহার না করে কেন 'ভারত' ব্যবহার করা হল, তা নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা রাষ্ট্রপতি ভবন বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দেওয়া হয় নি।

তবে বিরোধী দলগুলি বলছে, 'ইন্ডিয়া' নামে যে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য থাকার কারণেই সরকারি ভাবে 'ভারত' নামটি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন বিজেপি বলছে 'ভারত' নামটি তো সংবিধানেই রয়েছে, তাই সেটি ব্যবহার করা হলে বিতর্ক কেন হবে। ঘটনাচক্রে মাস দুয়েক আগে ভারতের বিরোধী দলীয় যে জোট গঠিত হয়েছে, তার নামও রাখা হয়েছে 'ইন্ডিয়া'।

'ইন্ডিয়া' নাম পরিবর্তনের পুরনো দাবি

সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা আছে যে India, that is Bharat, shall be a Union of States।

ভারতীয় জনতা পার্টি ও আরএসএসের নেতারা আগেও 'ইন্ডিয়া' নামটি বদল করে 'ভারত করার দাবি তুলেছে।

সম্প্রতি, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিজেপির সংসদ সদস্য নরেশ বনসাল বলেছিলেন যে 'ইন্ডিয়া' নামটি 'ঔপনিবেশিক দাসত্বের' প্রতীক এবং এটি সংবিধান থেকে মুছে ফেলা উচিত।

গত বছরের জুন মাসে, সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল যাতে 'ইন্ডিয়া'র নাম পরিবর্তন করে 'ভারত' করার দাবি জানানো হয়েছিল। আবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত গুয়াহাটিতে একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে ইন্ডিয়া নাম বদলিয়ে ভারত নামটি ব্যবহার করা শুরু করা উচিত।

ভারত নামটির উৎস কী?

ভারতবর্ষ নামে যে ভূখণ্ড, সেটিকে প্রাচীনকাল থেকে নানা নামে চিহ্নিত করা হয়ে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে জম্মুদ্বীপ, ভারতখণ্ড, হিমবর্ষ, অজনাভবর্ষ, আর্যাবর্ত, হিন্দ, হিন্দুস্তান আর ইন্ডিয়া নামগুলি। সংস্কৃত বর্ষ শব্দটির অর্থ ভূখণ্ড।

সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে জম্মুদ্বীপের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

আবার বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় ভারতের সীমারেখার বর্ণনা ঃ

'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য' হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষং তদভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ

অর্থাৎ, সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলের নাম হল ভারত, যেখানে ভরতের সন্ততিরা বসবাস করে।

তবে এই সব নামগুলির মধ্যে ভারত নামটিই সবথেকে বেশি প্রচলিত।

আবার এই নামটি নিয়েই রয়েছে সবথেকে বেশি মতবিরোধ।

ভাষাবিদ অজিত ওয়াডনের্কর বলছেন, হিন্দ, হিন্দুস্তান বা ইন্ডিয়া - এই নামগুলির সঙ্গে সিন্ধু নদের যোগ আছে। কিন্তু সিন্ধু শুধু একটি নদ নয়, এর অর্থ যেমন নদ বা নদী হয়, তেমনই সাগরও এর আরেকটি অর্থ। সেদিক থেকে বিচার করলে দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশটি কোনও এক সময়ে সপ্তসিন্ধু বা পাঞ্জাব বলা হত। ওই অঞ্চলটি খুবই উর্বর ছিল তাই সেখান দিয়ে বহমান সাত অথবা পাঁচটি নদীই ছিল এলাকার পরিচয়।

তার কথায়, প্রাচীন ফার্সি ভাষায় সপ্তসিন্ধুকে 'হফ্‌তহিন্দু' বলা হত।

আবার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডাস নাম পাওয়া যায় গ্রীক ইতিহাসবিদ মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়।

পুরাণে একাধিক ভরত

বলা হয়ে থাকে যে পৌরাণিক চরিত্র ভরতের নাম থেকেই ভারত শব্দটি এসেছে। আবার ইতিহাসে ভরত নামে একাধিক চরিত্র পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে একজন যেমন ছিলেন রামচন্দ্রের ভাই, আরেক ভরতের খোঁজ পাওয়া যায় যিনি শকুন্তলা ও দুস্মন্তের পুত্র ছিলেন। অন্য আরেক ভরত ছিলেন নাট্যশাস্ত্র বিশারদ। আবার মগধের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভাতেও একজন ভরত ঋষির কথা জানা যায়। পদ্ম পুরাণ ও মৎস পুরাণেও ভরতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভাষাবিদ অজিত ওয়াডনের্করের মতে ঋগ্বেদের একটি শাখা 'এতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ অনুযায়ী শকুন্তলা-দুস্মন্তের পুত্র ভরতের নামানুসারেই ভারত নাম এসেছে বলে মনে করা হয়। হিন্দু পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, সেই ভরত 'চক্রবর্তী সম্রাট' ছিলেন, অর্থাৎ যিনি চার দিকের জমি দখলে নিয়ে বিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন বলে জানা যায়। সেই থেকেই তার সাম্রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ। অন্যদিকে জৈন ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাযোগী ভরতের প্রসঙ্গও রয়েছে।

এখন কোন ভরতের নামে গড়ে উঠেছিল ভারত? তা কি আদৌ কোনও এক ব্যক্তি 'ভরত'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না কি ভরত আসলে একটি জনগোষ্ঠী?

ভরত কি ব্যক্তি না জনগোষ্ঠী?

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের দিকপাল অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ামস, যিনি সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান লিখেছিলেন, তার মতে বেদে ভরত বা ভরথ শব্দটির অর্থ অগ্নি, লোকপাল বা বিশ্বরক্ষক, এক অর্থে রাজা।

এই রাজা 'ভরত' প্রাচীন সরস্বতী-ঘগ্গর নদী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

মি. ওয়াডনের্কর বলছেন, বৈদিক যুগের এক প্রসিদ্ধ জনগোষ্ঠী ভরতের উল্লেখ অনেক প্রাচীন পুঁথিতে রয়েছে। এই গোষ্ঠী সরস্বতী নদী তট, যেটি বর্তমানের ঘগ্গর, ওই অঞ্চলে বসবাস করত। এদের নাম অনুসারেই ওই ভূখণ্ডের নাম হয় ভারতবর্ষ। তিনি যে সরস্বতী, বর্তমানে ঘগ্গর নদী অঞ্চলের কথা বলছিলেন, সেই অঞ্চলটি আবার হরপ্পা সভ্যতা যেখানে গড়ে উঠেছিল, সেই সরস্বতী-ঘগ্গর নদী অববাহিকা, এমনটাই মনে করেন কোনও কোনও পণ্ডিত।

শকুন্তলা-দুস্মন্ত পুত্র ভরত

ভাষাবিদ পবিত্র সরকার বলছেন, শকুন্তলা ও দুস্মন্তের পুত্র ভরতের নাম থেকেই তার রাজ্যের নাম হয় ভারত, এটাই প্রচলিত ধারণা।

এই ধারণার পিছনে রয়েছে মহাভারতের আদিপর্বের একটি কাহিনী।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং অপ্সরা মেনকার কন্যা শকুন্তলা এবং পুরুবংশীয় রাজা দুস্মন্তের মধ্যে গান্ধর্বমতে বিবাহ হয়। তাদের ছেলের নাম ছিল ভরত।

মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, ঋষি কণ্ব আশীর্বাদ করেছিলেন যে ভরত পরবর্তীকালে 'চক্রবর্তী সম্রাট' হবেন এবং সেই ভূমিখণ্ডের নাম ভারত হিসাবে বিখ্যাত হবে।

ভারত নামের উৎপত্তির এই কাহিনীটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

মহাভারতে বর্ণিত এই ঘটনা নিয়েই পরবর্তীকালে কবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলম নামের মহাকাব্য রচনা করেন।

ইন্ডিয়া নাম যেভাবে হয়েছিল

মুঘল আমলে তাদের শাসনাধীন অঞ্চলকে হিন্দুস্তান বলা হত, তবে ঐতিহাসিক ইয়ান জে ব্যারো লিখছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ব্রিটিশ মানচিত্রগুলিতে ইন্ডিয়া নামটির প্রচলন হতে থাকে। তার আগে, মুঘল আমলে তাদের শাসনাধীন এলাকাটিকে হিন্দুস্তান বলে চিহ্নিত করা হত। মি. ব্যারো জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিসে প্রকাশিত তার প্রবন্ধ 'ফ্রম হিন্দুস্তান টু ইন্ডিয়া'তে লিখেছেন ইন্ডিয়া শব্দটির প্রতি আকর্ষণের কারণ সম্ভবত ছিল তাদের গ্রীক-রোমানদের সঙ্গে নৈকট্য, ইউরোপে এটির দীর্ঘ ব্যবহার এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মতো বৈজ্ঞানিক ও সরকারি সংস্থাগুলির কাছে এই নামটির গ্রহণযোগ্যতা।

আবার ভারতের সংবিধান রচনার সময়েও বিতর্ক হয়েছিল যে ইন্ডিয়া নামটা আদৌ রাখা হবে কী না তা নিয়ে। এ নিয়েও মতবিরোধ হয়েছিল যে সংবিধানে দেশের নামকরনের ক্ষেত্রে আগে ভারত, যেটিকে বিদেশি ভাষায় ইন্ডিয়া বলা হয় এইভাবে রাখা হবে না কি এখন সংবিধানে যেভাবে আছে, অর্থাৎ 'ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত' সেভাবে রাখা হবে।

সম্পাদকীয়

জি২০ সম্মেলন কী? বিশ্ব নেতারা কেন দিল্লিতে বৈঠকে বসছেন?

৯-১০ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরা বার্ষিক জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন। এ বছরের সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। কিন্তু ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ বিষয়েও আলোচনা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জি২০ বা গ্রুপ অব টুয়েন্টি হচ্ছে কতগুলো দেশের একটি ক্লাব যারা বিশ্ব অর্থনীতির বিষয়ে পরিকল্পনার জন্য আলোচনা করতে বৈঠক করে। জি২০ ভুক্ত দেশগুলোর আওতায় বিশ্ব অর্থনীতির ৮৫ শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণও রয়েছে এসব দেশে। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আরো ১৯টি দেশ। এসব দেশ হচ্ছে - আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। স্পেন সব সময়ই অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে আমন্ত্রণ পায়। জি২০ ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কয়েকটি দেশ মিলে আবার জি ৭ গঠন করেছে। জি২০ ভুক্ত কয়েকটি দেশ যেমন ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মিলে ব্রিকস নামে আরেকটি সংগঠন তৈরি করেছে। এই সংগঠনটি আরো সম্প্রসারিত হওয়ার কথা রয়েছে। সবশেষ সম্মেলনে তারা নতুন ছয়টি দেশকে তাদের জোটে যোগ দেয়ার আহবান জানিয়েছে। এগুলো হচ্ছে, আর্জেন্টিনা, মিশর, ইরান, ইথিওপিয়া, সৌদি আরব, এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। সম্প্রতি জি২০ ভুক্ত দেশগুলোর আলোচনার পরিসর বেড়েছে। তাদের আলোচ্য সূচি শুধু অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই জ্বালানি, আন্তর্জাতিক ঋণ মওকুফ এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর করদানের মতো বিষয়ও আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। প্রতি বছর জি২০ ভুক্ত কোন একটি দেশ সভাপতির দায়িত্ব নেয় এবং সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ঠিক করে। ২০২২ সালে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিল ইন্দোনেশিয়া এবং জি২০ নেতাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বালিতে। ২০২৩ সালের সভাপতি হিসেবে ভারত চায় দিল্লির এই সম্মেলন যাতে টেকসই উন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যাতে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে সে বিষয়ে পদক্ষেপ আসুক। এই সম্মেলনে জোটবদ্ধ আলোচনার পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সুযোগ রাখা হয়েছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ এবং দারিদ্র নিরসনে বিশ্বব্যাংকের মতো বৈশ্বিক সংস্থার আরো বেশি পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে দেশগুলোর সাথে আলোচনা করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ক্রেমলিন অবশ্য জানিয়েছে যে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই সম্মেলনে অংশ নেবেন না।এছাড়া চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংও যে সম্মেলন থেকে দূরে থাকবেন সেটিও সংবাদ মাধ্যমে বিস্তরভাবে প্রচার করা হয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের বিষয়টি দিল্লি সম্মেলনে বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের মার্চে জি২০ ভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কোন চুক্তিতে সম্মত হতে পারেননি যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে তীব্র বিতর্কের কারণে। ২০২২ সালের নভেম্বরে বালিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের বেশিরভাগ জুড়ে ছিল ইউক্রেনের সাথে পোল্যান্ডের সীমান্তের ভেতর পড়া যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত নিয়ে আলোচনা। মে মাসে চীন এবং সৌদি আরব ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত পর্যটন নিয়ে জি২০ সম্মেলন বয়কট করে। কারণ কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তান-দুই দেশই তাদের নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে। ভারত ও চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত বিতর্কও এক ধরণের উত্তেজনা তৈরি করেছিল যখন চীন অরুণাচল প্রদেশ এবং আকসাই চিন উপত্যকা তাদের নিজেদের ভূখণ্ড উল্লেখ করে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি গত কয়েক বছরে নিজেকে গ্লোবাল সাউথভুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করেছে ভারত। আর জি২০কে দেখা হচ্ছে তাদের এই আওয়াজ আরো বড় অঙ্গনে তুলে ধরার সুযোগ হিসেবে।

জানা অজানা

মন ধোপা ঘরের কাপড় যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছোপবে

সুনীল কুমার দে

মন ধোপা ঘরের কাপড় যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছোপবে, এটা আমার কথা নয় এটা হলো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।শুধু কথা নয় এ তাঁর অমৃত ময় বাণী।ঠাকুর আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক তত্ত্ব গুলো কে এমন সুন্দর উদাহরণ দিয়ে ও গল্পের ছলে সহজ করে বলেছেন যা বিজ্ঞান ভিত্তিক,যুক্তি পূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক যা কাটবার কোনো উপায় নেই,ফেলে দেওয়ার কোনো উপায় নেই।তিনি মন কে ধোপা ঘরের কাপড়ের সাথে তুলনা করেছেন।ধোপা ঘরে অনেক গাওলা থাকে আর প্রতিটি গাওলায় বিভিন্ন রং ঘোলা থাকে।কোনটায় লাল,কোনটায় নীল,কোনটায় সবুজ এইভাবে।ধোপা একই কাপড় কে বিভিন্ন রঙে ছোপায় বিভিন্ন গাওলায়।ঠাকুর তাই বললেন আমাদের মনের অবস্থাও তাই আমরা যে পরিবেশে থাকবো আমাদের মন ও সেইভাবে তৈরি হবে।আমরা যদি চোরের সাথে থাকি তবে চুরি করতে ইচ্ছে করবে,মাতাল দের সাথে থাকলে মদ খেতে ইচ্ছে করবে, গুন্ডাদের সাথে থাকলে খুন করতে ইচ্ছে করবে আবার ভক্তদের সাথে থাকলে ভগবানের নাম করতে ইচ্ছে করবে।একই মন কিন্তু সঙ্গ দোষে আলাদা আলাদা ক্রিয়া ও কর্ম হচ্ছে। তাই ঠাকুর বললেন, মন ধোপা ঘরের কাপড় যে রঙে ছোপাতে চাইবে সেই রঙে ছোপবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতা রুপী অমৃত পান করলে জীবন শুধরে যাবে : শঙ্কর চন্দ্র গোপ

কৃষ্ণ যা করেছেন তা করো না,যা বলেছেন তাই করো ঃসুনীল কুমার দে

প্রতি বছরের মতো এ বছর ও মাতাজী আশ্রম হাতাতে বিগত ৬ ই সেপ্টেম্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫২৪৯ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সাথে পালিত হলো।সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় রামকৃষ্ণ মন্দিরে ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি হলো।৭ টার সময় প্রতিদিনের মতো কমল কান্তি ঘোষ মহাশয় রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।৭.৩০ টায় ভাগবত পাঠ করলেন শঙ্কর চন্দ্র গোপ।তিনি বললেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কে গীতা রুপী অমৃত প্রদান করেছেন।আমরা যদি তাঁর কথা অনুসারে চলি তো আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে ও শুধরে যাবে।সুনীল কুমার দে সবাই কে জন্মাষ্টমীর শুভ কামনা জানিয়ে বলেন ,ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু মুখী লীলা মধুর ও পবিত্র।তিনি যা করেছেন তা আমরা করতে পারি না।তিনি যা বলেছেন তা আমাদের শুনতে হবে ও সেইভাবে জীবন তৈরি করতে হবে।সুজতা মরল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনী সংক্ষেপে বললেন।রাত্রি ৯ টার সময় শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা,ভোগ,আরতি,হোম ও পুষ্পাঞ্জলি হলো।এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণের ভজন ও ভক্তি গীতি হলো যা পরিবেশন করলেন বাদল মামা, সুনীল কুমার দে,শঙ্কর চন্দ্র, গোপ, সহদেব মণ্ডল,তড়িৎ মণ্ডল,দেশাই মাঝি, পতিত পাবন দাস,রেবা গোস্বামী,প্রবীর দাস,মৌ মণ্ডল প্রমুখ।সবশেষে হরিনাম ও ব্রতীদের পুজো হলো।পুজোর শেষে সবাই কে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।এই অবসরে বাল গোপালরা কেক কেটে কৃষ্ণ কে অভিনন্দন জানালো ও রাধা কৃষ্ণ সেজে নৃত্য করলো। এই উপলক্ষে কৃষ্ণ কান্ত মণ্ডল,মোহিতোষ মণ্ডল,রাজকুমার সাহু,বিশ্বামিত্র খান্দায়েত,রবীন্দ্র নাথ দাস,কৃষ্ণ গোপ,সুব্রত দে,মধু সুদন ভট্টাচার্য্য,নারায়ণ চ্যাটার্জি,স্বপন মণ্ডল, স্বপন কুমার মণ্ডল,মিঠুন সাহু,তপন দে,তরুণ দে,ভাস্কর দে,স্বপন দে,শিশির কার্জি,নিবারণ মুদি,সঞ্জয় মুদি,ভানু রানা,মহেশ বিয়ানী,রাজেশ,সঞ্জীব সাহ, সঞ্জয় সাহু,সুদীপ মণ্ডল,নয়ন মণ্ডল,বীরেন মণ্ডল,তরুণ মণ্ডল,তাপস মণ্ডল,হেম পাত্র,অমল বিশ্বাস,মোহিতোষ গোপ,ব্রহ্ম পদ মোড়ল,সুধাংশু মিশ্র,সুবোধ মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,সনত মণ্ডল,দিলীপ মণ্ডল,দীপক পাল,মনি পাল,পঙ্কজ মণ্ডল,প্রহ্লাদ মেসেন্ডেল,তুষার মণ্ডল, আকাশ মণ্ডল,ভানু রানা,প্রবীর মণ্ডল,চিনু মা,লোচনা মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,বেবি মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,বকুল মিশ্র,ঝর্ণা সাহু,কমল মিশ্র,নিতাই মহাকুড় ছাড়া বিভিন্ন গ্রামের বহু ভক্ত,মহিলা ও ছেলে মেয়েরা উপস্থিত ছিলেন।

সাময়িকী

১৪ বছরে এক লাখ কোটি টাকার বেশি খরচ, 'অলস বিদ্যুৎকেন্দ্র' বন্ধ হয় না কেন?

বাংলাদেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে প্রতিবছর সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় নিয়ে নানা সমালোচনা থাকলেও, উৎপাদন বন্ধ থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ দেখা যায়নি। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সাথে বিভিন্ন সময়ে করা চুক্তি, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বন্টনের জন্য গ্রিড ব্যবস্থার উন্নয়ন না করা - এমনসব কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে এ সমস্যার কোন সমাধান আসছে না। যদিও পাওয়ার সেলের দাবি, দেশে বন্ধ করে দেয়ার মতো অলস কোন বিদ্যুৎকেন্দ্র নেই। বরং বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী, যে সক্ষমতা রয়েছে তা থাকাটাই স্বাভাবিক। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ পাঁচই সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ২০০৯ সালের পর থেকে সরকার ৮২টি বেসরকারি এবং ৩২টি ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে এক লাখ চার হাজার ৯২৬ কোটি ৮১ লাখ টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে পরিশোধ করেছে। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামের তালিকা এবং তাদেরকে দেয়া ক্যাপাসিটি চার্জের তালিকাও সংসদে তুলে ধরেন তিনি। বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে অলস বসিয়ে রাখলে চুক্তি অনুযায়ী তাদের যে পরিমাণ ভর্তুকি সরকারকে দিতে হয়, সেটাকেই ক্যাপাসিটি চার্জ বলা হয়।

গোলাম মোয়াজ্জেম
কলামিস্ট

কীভাবে এই ব্যয় হলো?

চলতি বছরের জুলাইয়ে বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি বিভাগের এক গবেষণায় বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জকে একটি 'লুটেরা মডেল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ওই প্রতিবেদন নিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আইএমইডির ওয়েবসাইট থেকে প্রতিবেদনটি সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর সংবাদমাধ্যমে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে দাবি করা হয়, ভুলবশত একটি ইংরেজি পত্রিকার বাংলা নিবন্ধ তাঁদের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিবেদনটি এখনো আইএমইডির ওয়েবসাইটে রয়েছে, তবে 'লুটেরা মডেল' বলে বর্ণনা করা প্যারাগ্রাফটির উল্লেখ এখন আর সেখানে নেই। পরিকল্পনা কমিশনের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মোট সক্ষমতার মাত্র ৫৬ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। এর কারণ হলো জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ও কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ অত্যধিক বেশি হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত মূল্যে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকের কাছে সরবরাহ করতে গিয়ে সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি হিসেবে ব্যয় করতে হয়।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, প্রকল্প গ্রহণের আগে সঠিকভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি বা নির্মিত প্ল্যান্টসমূহে জ্বালানি সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হলে বর্তমানে ওইসব কেন্দ্র বসিয়ে রেখে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেয়ার প্রয়োজন হতো না। সরকার যখন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সাথে চুক্তি করে তখন সে চুক্তিতে ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়ার শর্তটি জুড়ে দেয়া থাকে। এই চার্জ অনেক সময় ডলারে পরিশোধ করা বা ডলারের বিনিময় হার অনুযায়ী পরিশোধ করার মতো শর্তও ছিল। ফলে এটি পরিশোধে আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালে দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি আইন করা হয়েছিল, যে আইন অনুযায়ী, বিদ্যুৎ খাতের ইউনিট প্রতি দাম ও খরচের মডেল জবাবদিহিতার

উর্ধ্বে ছিল। একইসাথে দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি স্বল্পসময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে এমন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনেও গুরুত্ব দেয়া হয়, যাকে কুইকরেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বলা হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল পিক আওয়ারে বাড়তি বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো। মূলত বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্যই এ ধরণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সর্বনিম্ন খরচে বিদ্যুৎ পাওয়ার সুযোগ না নেয়ার কারণে বর্তমান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কারণ পরবর্তী সময়ে বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে অনেক বেশি আগ্রহ দেখা গেছে। ফলে বিডিংয়ের মাধ্যমে বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সর্বনিম্ন খরচে বিদ্যুৎ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল, বলেন তিনি। অথচ সে পথে না গিয়ে সরকার চুক্তির শর্তের মধ্যে ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়ার শর্তটি বহাল রেখেছে। তবে, গ্রিড ব্যবস্থার উন্নয়ন করা গেলে এ ধরণের বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তাও থাকতো না বলে মনে করেন সিপিডির এই পরিচালক। বিদ্যুৎ উৎপাদনে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন বা সরবরাহ লাইনে ততটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলে মনে করেন তিনি। এ কারণে কিছুদিন আগে পটুয়াখালির বিদ্যুৎকেন্দ্রে সমস্যা হয়েছে এবং রূপপুরেও একই ধরণের সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এসব কারণেই আমাদের অতিরিক্ত ক্যাপাসিটির প্রয়োজন হয়েছে, যা এখন প্রায় ৩৬ শতাংশের মতো এবং ২০২৫ সাল নাগাদ এটা ৫০ শতাংশে উন্নীত হবে। অর্থাৎ অর্ধেকের মতো বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু এগুলোর জন্য ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়ার প্রয়োজন পড়বে। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের যে পরিমাণ চাহিদা বেড়েছে, তার সাপেক্ষে যদি ক্যাপাসিটি রাখা হত, তাহলে অতিরিক্ত ক্যাপাসিটির জন্য চার্জ দিতে হতো না। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদনে, পিডিবি, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ, ডেসকোসহ বিভিন্ন সংস্থা ২০১৩ সাল থেকে যে ৬৭টি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে তার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কয়েক ডজন ছৌ নৃত্য শিল্পী দুই দেশের যুদ্ধের ভয়াবহতায় বেকার হয়েছে

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্য সঙ্গীত মানুষের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। নৃত্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে এবং সঙ্গীত শ্রোতাদের মানসিক চাপ কমানোর ক্ষমতা রাখে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন লোকনৃত্য এবং লোকগীত রয়েছে। ছৌ নৃত্য হল একটি লোকনৃত্য এবং ঝুমুর গান হল ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলা, পূর্ব সিংভূম এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার একটি লোকগীতি। উভয় শিল্পই শিল্প জগতে একটি অমোঘ চিহ্ন রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিল। লোকনৃত্য ও লোকগীতের মাধ্যমে হাজার হাজার শিল্পী অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান করেন।

সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার নিমডিহ ব্লকের অন্তর্গত জামডিহ গ্রামের ভারতীয় ছৌ নৃত্য যুব সমিতির অনেক শিল্পী প্রায় ৩০ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মানভূম শৈলী ছৌ নৃত্য পরিবেশন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের খ্যাতি বয়ে আনছেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছেন। প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানকার শিল্পীরা বিদেশে অবস্থান করে নৃত্য পরিবেশন ও প্রশিক্ষণ দিতেন। বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে ২০২০ সাল থেকে বিদেশে প্রোগ্রাম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন করোনা মহামারী শেষ। সে কারণে ২০২৩ সালে ইউরোপের দেশগুলোতে লোকশিল্পের উৎসব শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হচ্ছিল। শিল্পীরাও ব্যস্ত ছিলেন প্রস্তুতিতে। কিন্তু রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিতে উদযাপনের উপর আবার বিধিনিষেধ করা হয়েছে। যার জেরে নিমডিহ ব্লকের সেই আন্তর্জাতিক শিল্পীদের মধ্যে হতাশা দেখা যাচ্ছে। জামডিহ গ্রামের অনেক শিল্পী অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর আমন্ত্রণের অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রতি বছর এখানকার শিল্পীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছৌ নৃত্য পরিবেশন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তিন থেকে চার মাস অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান করতেন।

এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক ছৌ নৃত্য প্রশিক্ষক ওস্তাদ অধর কুমার বলেন, ইউরোপের দেশগুলোতে লোকশিল্পকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। করোনার আগে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে লোকশিল্প উৎসবের আয়োজন করা হতো। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার শিল্পী নিজ দেশের লোকশিল্প পরিবেশন করে দর্শকদের বিনোদনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মসংস্থানও করতেন। করোনা মহামারির কারণে ইউরোপের দেশগুলোতে দুই বছর এই অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ছিল, এখন রাশিয়া ও ইউক্রেনের দুই দেশের যুদ্ধ বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার শিল্পীকে হতাশ করেছে। অধর কুমার বলেছেন যে তারা তাদের দেশে আয়োজকদের কাছ থেকে খুব কম অর্থের বিনিময়ে দর্শকদের বিনোদনের জন্য নৃত্য পরিবেশন করে। কিন্তু বিদেশী উপস্থাপনা ছিল কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস।

গুয়াহাটি মহানগরের জালুকবাড়িতে স্থাপন হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১৯০ ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জের প্রতি মূর্তি

বিজেপি অথবা অসম সরকার কিংবা ভারত সরকার নয় বরং স্থানীয় ব্যবসায়ী নবীন বরা এর জন্য ব্যয় করবেন ২০০ কোটি টাকা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শ্রদ্ধা, সম্মান জানানো এবং তাকে ভালোবাসার লোকের অভাব নেই। সারা বিশ্ব, ভারতের অন্যান্য এলাকার সঙ্গে অসম তথা উত্তর পূর্বে অসংখ্য এই ধরনের ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কারো এত বেশি শ্রদ্ধা এবং সম্মান রয়েছে যেটার জন্য সেই ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত ২০০ কোটি টাকা খরচ করে মোদীর ১৯০ ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জের প্রতি মূর্তি স্থাপন করতে চলেছেন। সেই ব্যক্তির নাম নবীন বরা। পেশায় তিনি রাজ্যের একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী। গুয়াহাটি মহানগরের জালুকবাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হবে। তাছাড়া সেটা সঙ্গে থাকবে সংগ্রহালয় এবং একটি অত্যাধুনিক তথ্য কেন্দ্র। প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে গুজরাটে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটি ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। যেটা সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। সেই মূর্তি স্থাপন করা এল এন্ড টি কোম্পানির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রোঞ্জের প্রতি মূর্তি স্থাপন করার ক্ষেত্রে যাবতীয় আলোচনা সেরে নিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী নবীন বরা। উল্লেখ্য এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন তিনি। সেই চিঠি পেয়ে আপ্লুত হয়ে সেটা ফ্রেমে বন্দী করে নিজের কার্যালয়ে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছেন মোদী ভক্ত এই ব্যবসায়ী। প্রধানমন্ত্রী থেকে সেই চিঠি পাওয়ার পরেই গুয়াহাটি মহানগরে নরেন্দ্র মোদির ব্রোঞ্জের প্রতি মূর্তি স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়ে ফেলেন তিনি। ইতিমধ্যে এ মূর্তি স্থাপনের স্থান নির্ধারণ এবং যাবতীয় ডিজাইন অংকন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী নবীন বরা সাংবাদিকদের জানান সারা বিশ্বে খুব কম সংখ্যায় সৎ এবং ভালো মানুষ পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্ষেত্রে অন্যতম। মোদিকে সম্মান জানানো, শ্রদ্ধা জানানো তার জন্য পরম সৌভাগ্য বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। ব্যবসায়ী নবীন বরা জানান অতি শীঘ্র এই মূর্তি প্রস্তুত সম্পন্ন হয়ে উঠবে। মূর্তি মূলত ১৯০ ফিট হলেও সেটা সংস্থাপনের পর এর সম্পূর্ণ উচ্চতা ২৫০ ফিট নাগাদ হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি সংস্থাপন করা ছাড়াও এই সংক্রান্তে একটি সংগ্রহালয় স্থাপন করা হবে। সেখানে একটি অত্যাধুনিক তথ্য কেন্দ্র সংযোগ করার পরিকল্পনা করেছেন তিনি। মোদির এই মূর্তি সংস্থাপনের জন্য তাকে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে জানান স্থানীয় ব্যবসায়ী। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর পাশে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটি প্রতিমূর্তি স্থাপনের ইচ্ছা রয়েছে তার। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বয়ং এসে এটা উদ্বোধন করবেন সেই আশা ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী নবীন বরা।

অসমে কংগ্রেস সরকার আফস্পা বহাল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ৬২ বার অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলে মন্তব্য রাজ্য বিজেপির

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলে উন্নয়ন অব্যাহত রেখে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে আফস্পা তথা সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। অথচ অসমে আফস্পা বহাল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ৬২ বার অনুরোধ জানিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিগত ৯টি বছরে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। অসম সহ সারা উত্তর পূর্বের প্রতিটি রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এই সম্পূর্ণ অঞ্চলের রাজ্যগুলোর বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছে রাজ্য বিজেপি। গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় এবং পঙ্কজ বরবরা বলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার বিশেষ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কংগ্রেস শাসনকালে রাজ্য সরকার গুলো কেন্দ্রীয় সরকারকে আফস্পা বহাল রাখার জন্য আবেদন জানাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের দিনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭৫ শতাংশ অঞ্চল আফস্পা অর্থাৎ সেনাবাহিনী বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য অসমে কংগ্রেস সরকার আফস্পা বহাল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ৬২ বার অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আফস্পার পরিসর কমিয়ে আটটি জেলাতে নামিয়ে আনা হয়েছে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই আর জেলা থেকেও সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়েছেন। ২০১৫ সালে এন সসিএন আইএম এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে নাগা অধ্যুষিত এলাকায় শান্তি স্থাপন করা যায়নি। ত্রিপুরায় এনএলএফটির সঙ্গে ২০১৯ সালে শান্তির চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় যার মাধ্যমে ত্রিপুরায় অব্যাহত থাকা দীর্ঘদিনের হিংসার অবসান ঘটেছে। তাছাড়া কার্বি আংলং কারগি উগ্রপন্থী এবং ডিমা হাসাও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে দুটি জেলাতে অব্যাহত থাকা সন্ত্রাস নির্মূল করা হয়েছে। বিটিএডি এলাকায় শান্তিস্থাপন করা ছাড়াও আদিবাসীদের পাঁচটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে নরেন্দ্র মোদি সরকার সফলতা লাভ করেছে বলে মুখপাত্র দুজন জানিয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির দুই মুখপাত্র জানান ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রতিটি বিভাগের বাজেটে বরাদ্দ অর্থের ১০ শতাংশ উত্তর পূর্বাঞ্চলে দেবার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় ৩.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা এই যাবত এই সম্পূর্ণ অঞ্চলে ব্যয় করা হয়েছে। আগামী ২০২৪ সালে এটা পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পিএম ডিভাইন প্রকল্পের অধীনে ২০২৩ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ৬৬০০ কোটি টাকা খরচ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপির দুই মুখপাত্র বলেন ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে মোট জাতীয় সড়ক ছিল ৮৪৮০ কিলোমিটার। অথচ ২০১৪ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫৭৩৫ কিলোমিটার। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৮৫.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকার সেতু, সড়ক, রোপওয়ে, ওভারব্রিজ ফ্লাইওভার, মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্ক, উদয়পুর ত্রিপুরা শিলচর অসমে পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অসম ইতিমধ্যে ধলা শদিয়া, বগীবিল সেতু নির্মাণ কার্যসম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাছাড়া মাজুলী যোরহাট সংযোগী সেতু, পলাশবাড়ীতে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হতে চলেছে। ধুবড়ি ফুলবাড়ী সংযোগী ১৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণের কাজ বিজেপি সরকারের আমলেই শুরু হয়েছে। তাছাড়া ৫০ হাজার কোটি টাকার গুয়াহাটির রিংরোড নারেঙ্গী কুরুয়া সংযোগী সেতু, কাজিরাঙ্গায় ৩৮ কিলোমিটার এলিভেটেড রোড, ছয় লাইন যুক্ত খানাপাড়া জোড়াবাট সড়ক, খানাপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত রূপের নির্মাণ ইত্যাদি পরিকাঠামো গড়ে উঠতে চলেছে। ১৯৮৫৫ কোটি টাকা খরচ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যকে সংযোগ করার জন্য নতুন রেলপথ এবং ইতিমধ্যে থাকা রেলপথ গুলোকে দ্বৈতকরন করা হয়েছে। অসমের ৩২ টি রেল স্টেশন ছাড়াও উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৩৫টি রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে বিশ্বমানের হিসাবে নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অসমে অত্যাধুনিক হাই স্পিড ভিস্টাডোম এবং বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এর চলাচল শুরু হয়েছে। টেলি সংযোগের উন্নয়নের জন্য গত ৯ বছরে ৩৪৬৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ২৬.৩৪ লক্ষ্য নতুন পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পর্যটন বিকাশের জন্য ১৫০২.৮৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পিএম জনো আরোগ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১০.৭ লক্ষ্য ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ১১২০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গুয়াহাটি মহানগরে উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রথম এইমস স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৪০০৯ কোটি টাকা খরচ করেছে। বিগত ৯টি বছরে ১৫১ টি নতুন উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। কংগ্রেসের শাসনের তুলনায় বিজেপি শাসনকালে ৩৯ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪০ শতাংশের অধিক কেন্দ্রীয় শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে বলে রাজ্য বিজেপির তরফে জানানো হয়।

অমৃত বৃক্ষ রোপন আন্দোলন কার্যসূচির মাধ্যমে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়তে চলেছে অসম, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মোট ৯টি গিনিজ রেকর্ড এর মধ্যে তিনটি নতুন এবং ছয়টি পূরনা রেকর্ড ভঙ্গ করার প্রস্তুতি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ইতিমধ্যে বিহু নৃত্য এবং ঢোল বাজানোর ক্ষেত্রে গিনিজ রেকর্ড গড়তে সক্ষম হয়েছে অসম। এবার বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে এর পুনরাবৃত্তি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর এক কোটি বৃক্ষ রোপণের দ্বারা এই বিশ্ব রেকর্ড গড়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে শুধুমাত্র ১৭ সেপ্টেম্বর নয় ৯ সেপ্টেম্বর থেকেই এক্ষেত্রে বিভিন্ন রেকর্ড সৃষ্টি করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। অমৃত বৃক্ষ রোপন আন্দোলন কার্যসূচির অধীনে মোট ৯টি গিনিজ রেকর্ড করা হবে। এর মধ্যে ৩ টি নতুন এবং ৬ টি পূরনা রেকর্ড ভঙ্গ বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দীর্ঘদিন আগেই আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর অমৃত বৃক্ষরোপণ আন্দোলন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন। এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইন পোর্টালের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছিল। মহানগরের অসম সচিবালয় জনতা ভবনে বুধবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে ইতিমধ্যে ৪৮৩৬৪০৬৫ জন ব্যক্তি নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছেন। নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যেভাবে ইভিএম মেশিন বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয় ঠিক একইভাবে বৃক্ষরোপণ আন্দোলনে বিভিন্ন নির্ধারিত স্থানে গাছের পুলি পাঠানো হবে। কাছার জেলায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যক্তি, করিমগঞ্জ জেলায় ১ লক্ষ ২২ হাজার ব্যক্তি এবং হাইলাকান্দি জেলায় ৮৩ হাজার ব্যক্তি এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। একইভাবে কামরূপ মহানগর জেলায় ৪৫০০০ সহ প্রতিটি জেলায় এক লক্ষের অধিক ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে পোর্টেলে নিজেদের নাম সুনির্মিষ্ঠ করেছেন। আগামী ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করা ব্যক্তিরা সেখান থেকে এই গাছের পুলি সংগ্রহ করে ১৭ সেপ্টেম্বর সেটা রোপন করবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এই আন্দোলন কার্যসূচিতে প্রায় ৪৮ লক্ষ ব্যক্তির অংশগ্রহণ এক নজির বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সারা বিশ্বে এই ধরনের ঘটনা বিরল। তাছাড়া এক লক্ষ গাছের পুলি বিতরণ করার রেকর্ড পর্যন্ত নেই। তাছাড়া একসঙ্গে গাছের পুলি রোপন করার রেকর্ডও কোথাও পাওয়া যায় না। ফলে এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে গিনিজ রেকর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সবিস্তার খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তাদের একটি প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যে গুয়াহাটি মহানগর এসে উপস্থিত হয়ে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে সরকারে যাবতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন কার্যসূচির তদারক করে সেটা রেকর্ড হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখবে গিনিজ রেকর্ড কর্তৃপক্ষ। তিনি বলেন এক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে ১ কোটি গাছের পুলি রোপন করা, এক কোটি গাছের পুলি বিতরণ করা এবং একসঙ্গে এক সময়ে সারা রাজ্য জুড়ে এই কোটি গাছের পুলি রোপন করা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাছাড়া এক্ষেত্রে থাকা ছয়টি রেকর্ড ভঙ্গ করার প্রয়াস করা হবে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে গাছ পুলি গুলোকে সাজিয়ে রাখা হবে। সেই দৃশ্য নান্দনিক হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন ময়দানের মধ্যেই সারি সারি ভাবে গাছের পুলি গুলো সাজানো হবে যেটা দৈর্ঘ্যে হবে ২২ কিলোমিটার। এটাও এক ধরনের বিশ্ব রেকর্ড বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাছাড়া আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২১ স্থানে সর্বাধিক গাছের পুলিশ বিতরণের রেকর্ড গড়া হবে। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কাছে ৭৬৮২৪ টি গাছের পুলি বিতরণ করার বিশ্ব রেকর্ড রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এখন পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় একটি দলের সর্বাধিক ৮৪৭২৭৫ টি গাছ পুলি রোপন করার রেকর্ড রয়েছে। সেটা আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ভঙ্গ করা হবে উদালগুড়িতে। একইভাবে এক ঘন্টায় তুর্কিতে ৩০৩১৫০ টি গাছের পুলি রোপন করার রেকর্ড রয়েছে। যেটা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ডিব্রুগড়ের নাহারকাটিয়ায় ভঙ্গ করা হবে। একই স্থানে এক ঘন্টায় সর্বাধিক গাছের পুলি রোপন করার রেকর্ড তুর্কির কাছে রয়েছে যেটা ২১৮২৫.৭৪ স্কয়ার মিটার এলাকা। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ডিগবৈ এই রেকর্ড ভঙ্গ করা হবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন ভুটানের হাতে এক ঘণ্টার মধ্যে ১০০ জনের একটি দলের সর্বাধিক ৪৯৬৭২ টি গাছের পুলির রোপন করার রেকর্ড রয়েছে। শিবসাগরে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর এই রেকর্ড ভঙ্গ করা হবে। তাছাড়া বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে লার্জেস্ট ফটো অ্যালবাম তুর্কির হাতে রয়েছে। সেটা হল ৩৮৩৭৮৩ টি ফটো। অসম আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর অনলাইনে এই রেকর্ড ভেঙ্গে দেবে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণ সংক্রান্তে প্রতিজ্ঞা নেওয়ার ক্ষেত্রেও অসম অনলাইন মারফত গিনিজ রেকর্ড বানাতে করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া আগামী ১১ সেপ্টেম্বর লার্জেস্ট নেচার কনজারভেশন লেসন ইন অনলাইন মোড শীর্ষক অনলাইন বিষয়টিতেও অসম বিশ্ব রেকর্ড গড়তে চলেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান চলতি বছরে এক কোটি বাণিজ্যিক বৃক্ষরোপণের লক্ষ্য ধার্য করা হলেও আগামী বছর সেটা ৩ কোটি হবে। তাছাড়া সেপ্টেম্বর নয় আগামী বছর আগস্টে এই কার্যসূচী শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এবারের অমৃত বৃক্ষ রোপন আঃেদালনের কর্মসূচিতে ৩০ লক্ষ গাছের পুলি বন বিভাগ সরবরাহ করলেও ৮০ লক্ষ গাছের পুলি বাইরে থেকে ক্রয় করে আনা হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর সাধারণ মানুষ নিজের বাড়িতে যে গাছের পুলি রোপন করবেন সেটার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব সেই ব্যক্তির। ফটো আপলোড করার পর সেই ব্যক্তি ১০০ টাকা নিজের ব্যাংকের একাউন্টে পেয়ে যাবেন। তিন বছর পর সরকার সেই গাছের পুলি জীবিত রয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করবে। যদি সেটা জীবিত থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিকে ২০০ টাকা দেওয়া হবে। এই সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অজানা কারণে হঠাৎ বিদ্যুতের চাহিদা ১৮০০ থেকে ২৫০০ মেগাওয়াট বেড়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ওপেন সোর্স থেকে ১০ টাকা প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কিনলে রাজ্যে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৮ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে অভাবনীয় হারে গরমের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। গরম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় ফ্যানের নিচে একটু সময় বসে নিতে চাইলে সে ক্ষেত্রেও নিস্তার পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ অহরহভাবে অব্যাহত থাকা বিদ্যুৎ বিভাগের লোডশেডিং এর ফলে প্রত্যেকেই বীভৎস গরমে অস্থির হয়ে উঠেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের লোডশেডিং এই গরমকে আরো কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দেওয়া যেন অনুভব করিয়ে দিচ্ছে। তবে বিদ্যুতের সংকট নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন কোনো অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ করে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা ১৮০০ থেকে ২৫০০ মেগাওয়াট বেড়ে গেছে। এর ফলে রাজ্যে বিদ্যুৎ এর সংকট দেখা দিয়েছে।

রাজ্যে অহরহভাবে বিদ্যুৎ বিভাগের লোডশেডিং এর জবাবদিহি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করার জন্য তথা ২৪ ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য ওপেন সোর্স থেকে ১০ টাকা প্রতি ইউনিট বাবদ সরকারকে বিদ্যুৎ কিনতে হবে। তবে ওপেন সোর্স থেকে বিদ্যুৎ কিনলে সেটা পূরণ করার জন্য কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্যে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে লোডশেডিং করে কোনোভাবে আগামী ২০-২৫ দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় কিনা কিংবা ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে রাজ্যের বিদ্যুতের মূল্য বাড়ানো উচিত হবে কিনা সেটার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৮ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মহানগরের অসম সচিবালয় জনতা ভবনে নিজের কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই সময়ে গতবছর বিদ্যুতের চাহিদা দুই এক দিন ২৩০০ মেগাওয়াট হয়েছিল। কিন্তু এবার সেটা অনবরতভাবে দৈনিক ২৫০০ মেগাওয়াট হচ্ছে। ফলে বিদ্যুতের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ করে চাহিদা বৃদ্ধির না পেলে দৈনিক ১৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রযোজন হতো। বর্তমান অসমের হাতে দৈনিক ১৬৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রয়েছে। তাছাড়া সরকার ১৫০ মেগাওয়াট ওপেন সোর্স থেকে ক্রয় করে সেই খামতি কোনভাবে মিলিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু এই চাহিদা হঠাৎ করে ২৫০০ মেগাওয়াট হোয়ার ফলে সেটা সামলাতে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এবার ওপেন সোর্স থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে যদি রাজ্যের চাহিদা মেটানো যায় তাহলে প্রতিদিন প্রযোজন হবে ৬ কোটি টাকা। যেটা মাসে গিয়ে দাঁড়াবে ১৮০ কোটি টাকা এবং চার মাসে ৭০০ কোটি টাকা। ফলে ওপেন সোর্স থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করতে হলে রাজ্যে বিদ্যুতের মূল্য প্রতি ইউনিট বাবদ এক টাকা ৪০ পয়সা করে বৃদ্ধি করতেই হবে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন হঠাৎ করে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে কি কারন রয়েছে সেটা এখনো বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। তবে রেলওয়ের বৈদ্যুতিকরণের ফলে ৫০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে। তাছাড়া রাজ্যে উদ্যোগীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত শহরের দোকানপাট খোলা রাখা হচ্ছে। তবে গরম বেশি অনুভব হওয়ার ফলে বিদ্যুতের ব্যবহারও বেড়ে গেছে। তাছাড়া হঠাৎ এভাবে কেন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে গেলো সেটা তিনি স্বয়ং খতিয়ে দেখছেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নিজেই বিদ্যুৎ এর গ্রাহকদের বিল খতিয়ে দেখছেন। কোন গ্রাহক হঠাৎ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশি করেছেন সেটার প্রতিও লক্ষ্য দেবেন তিনি। তবে রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সরকারের হাতে ব্যবস্থা রয়েছে। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশের এক সংস্থার সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী ২৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেতে চলেছে অসম। তাছাড়া এনএইচপিসি থেকে ৫০০ মেগাওয়াট, এনপিসিসির মহানদী প্রকল্প থেকে ১৫০ মেগাওয়াট এভাবে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এভাবে তিনি বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে সেখান থেকে রাজ্যের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছেন বলে জানান। আগামী ডিসেম্বর থেকেই এর সুফল রাজ্যবাসী দেখতে পাবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত আড়াই বছর ধরে রাজ্যে আঃেদালন না হওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে উদ্যোগীকরণ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থা নিজেরাই অসমে আঃেদালন হচ্ছে কিনা সেটা খবর নিয়ে বর্তমান উদ্যোগ স্থাপনের জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আগামী কয়েক বছরেও এভাবে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই অসমের জন্য ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রযোজন হবে। এমনকি শুধুমাত্র নুমলিগড় রিফেনারিল জন্য আগামী বছর থেকে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে রাজ্যের জুড়ে প্রতিবছর বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে সরকার আগের থেকেই যাবতীয় পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অভিনয়ে বিকল্প পথ নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সৌরশক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন শুধুমাত্র দিনেই ব্যবহার করা যায়। এর ফলে রাজ্যের প্রযোজনের সময় এই বিদ্যুৎ উপলব্ধ হয় না। অসমে ৩০০০ মেগাওয়াটের যে সৌরশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে সেটা দিনের বেলা উত্তরপ্রদেশ কিংবা বিহারে পাঠিয়ে সেটার বিনিময়ে প্রযোজনের সময় বিদ্যুৎ কিনে নেবে সরকার। এক্ষেত্রে সমস্যা এটাই যে বিদ্যুৎ স্টোর করে রাখা সম্ভব নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরিবেশবাদী আন্দোলনের পর প্রথমবারের মতো ফাইনালে গফ

বেলারুশ (ওয়েবডেস্ক) ঃ প্রথম সেটটা ভালোয় ভালোয় হলো। সেটিতে কোকো গফ ৬-৪ গেমে জিতলেনও। কিন্তু দ্বিতীয় সেটের শুরুতেই নাটক। আন্দোলন শুরু করে দিল পরিবেশবাদীরা। ফলে ৪৯ মিনিট বন্ধ থাকল খেলা। পুনরায় খেলা শুরু হওয়ার পর তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দ্বিতীয় সেটটি ৭-৫ গেমে জিতে নেন গফ। এই প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠলেন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ বছর বয়সী মেয়ে। ফাইনালে গফের প্রতিপক্ষ আরিনা সাবালেঙ্কা। মেয়েদের আরেক সেমিফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন কিসকে ৩-৬, ৭-৬ (৭১) ও ৭-৬ (১০৫) গেমে হারিয়েছেন বেলারুশের তারকা। সাবালেঙ্কার ক্যারিয়ারে এটি দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনাল। ১৯৯৯ সালে সেরেনা উইলিয়ামসের পর যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কম বয়সী নারী হিসেবে ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন গফ। ম্যাচ জেতার পর পরিবেশবাদী আন্দোলনকারীদের জন্য সমবেদনা জানিয়েছেন, 'নিশ্চয়ই আমি পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি জানি। আমি জানি, বিষয়গুলো আমরা আরও ভালোভাবে করতে পারি।'

গফ এরপর যোগ করেন, 'আমার ম্যাচে এমন ঘটনা না ঘটুক, আমি এটাই চাইতাম। কিন্তু আন্দোলনকারীদের নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই।' ইউএস ওপেন শেষে ইগা সিওনতেকের জায়গায় র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান নেবেন সাবালেঙ্কা। তিনি অবশ্য ১৭তম বাছাই ম্যাডিসনের বিপক্ষে কষ্টার্জিত জয়ে পেয়েও গর্বিত, 'এই ম্যাচ বিষয়গুলো ঘুরিয়ে দিয়ে আমি জিততে পেরে নিজেকে নিয়ে গর্বিত।'

ম্যাচের কঠিন সময়ে নিজেকে কীভাবে উজ্জীবিত করেছেন, সেটা নিয়ে সাবালেঙ্কা বলেছেন, 'আমি শুধু নিজেকে বলেছি, এসো, চেষ্টা করে যাও। কীভাবে চেষ্টা করবে, আমি জানি না। কিন্তু বাড়তি কিছু করো। শুধু ম্যাচটা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো। আমি মনে করি এই চিন্তাই আমাকে ম্যাচে থাকতে সাহায্য করেছে।'

দলবদলে সৌদি লিগের ব্যয় ৯৫ কোটি ডলার

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ 'ফুটবলদুনিয়ায়, বিশেষ করে দলবদলের সময় কেউ যদি নিজেকে সহজ শিকার বানিয়ে রাখে, তবে তা অন্যদের উৎসাহিত করে তাকে গিলে ফেলার'-আত্মজীবনী 'মাই লাইফ ইন রেড অ্যান্ড হোয়াইট'-এ কথাটি বলেছেন কিংবদন্তি আর্সেনাল কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার। কথাটা যে কতটা সত্যি, এবারের দলবদলে বোধ হয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলো। সৌদি আরবের আগ্রাসী খেলোয়াড় কেনার নীতির সামনে রীতিমতো তটস্থ হয়ে থাকতে হয়েছিল ক্লাবগুলোর। ইয়ুর্গেন ক্লপপেপ গার্দিওলার মতো কোচরা সৌদি ক্লাব নিয়ে সবাইকে সতর্ক হওয়ার কথাও বলেছিলেন। সেই সতর্কবার্তা ও ভবিষ্যতের জন্য কড়া হুমকি দিয়েই গতকাল রাতে দলবদলের দরজা বন্ধ করেছে সৌদি প্রো গিল। এবারের দলবদলে সৌদি ক্লাবগুলো খেলোয়াড় কেনায় খরচ করেছে ৯৫ কোটি ৭০ লাখ ডলার। যেখানে তাদের নেট খরচ ৯০ কোটি ৭০ লাখ ডলার। খরচের দিক থেকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ঠিক পরেই অবস্থান সৌদি আরবের। প্রিমিয়ার লিগ দলবদলে নেট খরচ করেছে ১৩৯ কোটি ডলার। সব মিলিয়ে এবারের দলবদলে নেইমার বেনজেমাসহ ৯৪ জন বিদেশি খেলোয়াড়কে দলে টেনেছে প্রো লিগের ক্লাবগুলো। যেখানে ৩৭ জন এসেছেন ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগ থেকে। দলবদলে সৌদি ক্লাবগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর সঙ্গে। প্রিমিয়ার লিগ এবার নিজ লিগে বাইরে খেলোয়াড় বিক্রি করে আয় করেছে ৬৯ কোটি ৮০ লাখ ডলার, যার মধ্যে সৌদি দলগুলোর কাছ থেকেই তারা পেয়েছে ৩১ কোটি ২০ লাখ ডলার। তবে শেষ পর্যন্ত আল ইত্তিহাদ মোহাম্মদ সালাহকে দলে ভেড়াতে পারলে এটা আরও বাড়ত। লিভারপুলের অনড় অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠেনি ইত্তিহাদ। এ ছাড়া সৌদি ক্লাবগুলো ১৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার খরচ করেছে ফরাসি লিগ 'আঁ'তে, সিরি 'আ'তে খরচ করেছে ১২ কোটি ২০ লাখ ডলার, স্প্যানিশ লা লিগায় তাদের খরচ ১১ কোটি ৬০ লাখ ডলার এবং ৩ কোটি ২০ লাখ ডলার খরচ করেছে জার্মান বুন্দেসলিগায়। খেলাধুলাবিষয়ক অর্থনৈতিক কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান স্পোর্টস বিজনেস গ্রুপের দেওয়া এক তথ্যে জানা গেছে, ২০১৬ সালের পর এই প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক লিগ খরচ দিক থেকে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের কোনোটির চেয়ে বেশি খরচ করেছে। সৌদি ক্লাবগুলো যে এখানেই থামবে না, সে ইঙ্গিত দিয়ে স্পোর্টস বিজনেস গ্রুপের শীর্ষ কর্মকর্তা ইজি ওয়ারে বলেছেন, 'খেলোয়াড় দলে ভেড়ানোয় সৌদি ক্লাবগুলো যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়েছে এবং যে মানের খেলোয়াড় তারা দলে নিয়েছে, তা দেখায় যে তারা বিশ্ব মঞ্চে ফুটবলের নেতৃত্ব দিতে চায়। এটা এখনো প্রাথমিক অবস্থায় আছে, যাকে আমরা বলতে পারি সৌদি প্রো লিগের প্রথম ধাপ।'

মেসি যাঁর কারণে সাইকেল পাননি, তাঁকেই জার্সি দিলেন

প্যারিস ঃ ফুটবলের সঙ্গে আর্জেন্টাইনদের ভালোবাসার সম্পর্ক যেন সেই সৃষ্টির শুরু থেকে। সেই কবে আর্জেন্টিনার বিখ্যাত লেখক মাসেডোনিয়ো ফার্নান্দেজ 'অ্যান আর্জেন্টাইনস হেভেন' গল্পটি লিখেছিলেন। সেই গল্পে কয়েক বন্ধু একদিন বারবিকিউ পার্টিতে জড়ো হয়ে ফুটবল নিয়ে আলাপ করতে করতে হঠাৎ লক্ষ করল, তারা সবাই মারা গেছে।

কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা তাদের সবাইকে বিপুল আনন্দ দিচ্ছিল। কারণ, তাদের বিশ্বাস, যদি কোনো মানুষ পোড়া মাংস খেতে খেতে ফুটবল নিয়ে আলোচনা করে, তবে তারা স্বর্গেই আছে। আর্জেন্টাইনদের কাছে ফুটবল মানে যেন এমনই এক উৎসব। অথচ সেই দেশের মানুষ হয়েও এরনান গালিন্দেজ যেন একটু অন্য রকম। না হলে কি আর আর্জেন্টিনাকে বাদ দিয়ে খেলার জন্য ইকুয়েডরকে বেছে নেন!

আর্জেন্টিনায় জন্ম নিয়েও গালিন্দেজের কখনো দেশটির হয়ে খেলা হয়নি। তবে হাল ছেড়ে দেননি। খেলার জন্য তাঁর যে একটি সবুজ মাঠ হলেই চলত, তাই জাতীয়তাবাদের সীমানা ভেঙে বেছে নেন লাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরকে। দেশটির নাগরিকত্ব পান ২০১৯ সালে। ইকুয়েডর জাতীয় দলের হয়ে তাঁর অভিষেক হয় ২০২১ সালে। জাতীয় দলের তাঁর যখন অভিষেক হয়, তখন বয়স প্রায় ৩৫ ছুঁই ছুঁই।

এখন পর্যন্ত খেলেছেন ১৫ ম্যাচ। আর্জেন্টিনাকে বাদ দিয়ে ইকুয়েডরকে বেছে নেওয়া প্রসঙ্গে গালিন্দেজ বলেছেন, 'আমি আর্জেন্টিনার চেয়ে গত ১০ বছরে এখানেই (ইকুয়েডরে) বেশি স্বচ্ছন্দ। এখানে বছরে আমি ৩৪০ দিন কাটাই। আমি আর্জেন্টিনায় যাই পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমি কিটোকে মিস করি। এই শহরের জীবনকে আমি উপভোগ করি।' প্রশ্ন হলো, আজ হঠাৎ কেন গালিন্দেজকে নিয়ে এত আলোচনা? নিজ জন্মভূমির বিপক্ষে ইকুয়েডরের হয়ে গোলপোস্টে দাঁড়ানো বড় ঘটনা বটে। তবে এর আগে আরও দুবার এ কাজ করেছেন গালিন্দেজ। তবে তাঁকে আলোচনার কারণটা ভিন্ন। এর আগেও আলোচিত হয়েছে এই প্রসঙ্গ। হয়তো সামনে আরও হবে। অন্তত গালিন্দেজ যতবার মেসির মুখোমুখি হবেন, ততবার তো বটেই। যদিও আজ মেসির দুর্দান্ত ফ্রিকিকে বল যখন জালে জড়াচ্ছিল তখন স্রেফ হাঁ হয়ে তাকিয়ে ছিলেন গালিন্দেজ। পুরো ম্যাচে হাইলাইট করার মতো একমাত্র দৃশ্য এটিই। এই গোলেই যে জেতে আর্জেন্টিনা। আর ম্যাচ শেষে জার্সি বদল করেছেন মেসির সঙ্গে।

মেসির সঙ্গে জার্সি বদলসাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয় নিয়ে আগ্রহ থাকে অনেকের। আর প্রায় প্রতিবারই মেসির সেই জার্সি বদলকে ঘিরে শোনা যায় নাটকীয় কোনো গল্প। এমনকি মেসির কাছ থেকে পাওয়া জার্সি ধুয়ে সমালোচিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এবার গালিন্দেজের সঙ্গে মেসির জার্সি বদল করা নিয়ে সামনে এসেছে আরেকটি গল্প। গল্পটি নতুন না হলেও অনেকের অজানা তো বটেই। যে গল্পের শুরু ২৫ থেকে ৩০ বছর আগে, যখন এক বিন্দুতে গিয়ে মিলেছিলেন মেসি গালিন্দেজ। এবার শোনা যাক সেই গল্প। মেসির মতো গালিন্দেজের জন্মও রোজারিওতেই। একই বছর জন্মালেও মেসির চেয়ে গালিন্দেজ তিন মাসের বড়। দুজনই খেলতেন সাউথ জোনে। যেখানে মেসির ক্লাব ছিল নিউওয়েল'স ওল্ড বয়েজ আর গালিন্দেজ খেলতেন এস্ত্রেলা জুনিয়রসের হয়ে। বয়সভিত্তিক পর্যায়ে দুজন একাধিকবার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

যেখানে গালিন্দেজ নিজের জীবনের প্রথম গোলও হজম করেন মেসির কাছ থেকেই, তাও আবার একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে। যদিও সেদিন শেষ হাসি হেসেছিলেন এই গোলরক্ষকই। মেসি গোল করলেও সেই ফাইনালে মেসির দলকে হারিয়ে দিয়েছিলেন গালিন্দেজের দল। সেই টুর্নামেন্ট আরেকটি কারণে স্মরণীয়, সেদিন ট্রফির বদলে দেওয়া হয়েছিল ১০টি বাইসাইকেল। মেসিকে সেদিন বাইসাইকেল ছাড়াই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল।

সেই ঐতিহাসিক ম্যাচে মেসির মুখোমুখি হওয়া নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে গালিন্দেজ বলেছিলেন, 'সে ম্যাচের ডিভিডি আমার কাছে আছে, ম্যাচটিতে আমি বিধ্বংসী এক ফুটবলারের মুখোমুখি হয়েছিলাম। শিশু বয়সে তার ভেতরের অদম্য রূপটা আমি দেখেছি। কিন্তু এরপর সবাই যেমনটা জানে, ১২ বছর বয়সেই সে স্পেন চলে যায়। এরপর আমরা আর একে অপরের মুখোমুখি হয়নি।'

১২ বছর বয়সে মেসির স্পেনযাত্রা দিয়ে দুজনের যে বিচ্ছেদ, তা ইতিহাসের পথপরিক্রমা করে একই বিন্দুতে এসে প্রথম মিলেছিল ২০২১ সালের জুলাইয়ে। কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেদিন ৩-০ গোলের জয়ে তৃতীয় গোলটি মেসি দিয়েছিলেন এমনই এক ফ্রিকিক থেকে। সেই গোলের মধ্য দিয়ে মেসি নিয়ে নেন কয়েক দশক পুরোনো শৈশবের প্রতিশোধও।

এরপর বিশ্বকাপের বাছাইয়ের ম্যাচেও মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁরা। সেই ম্যাচে অবশ্য মেসি গোল পাননি। ইকুয়েডরের বিপক্ষে পাওয়া আর্জেন্টিনার ১-০ গোলের জয়ে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন হুলিয়ান আলভারেজ। আর এবার ইকুয়েডর যখন বুয়েনস এইরেস থেকে পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখছিল, তখন জাদুকর মেসিই বদলে দেন গোটা দৃশ্যপট। তাঁর ফ্রিকিক থেকে পাওয়া গোলেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শুভসূচনা পেয়েছে আর্জেন্টিনা।

ভিনিসিয়ুস কেন জলের মধ্যে দৌড়াচ্ছেন

প্যারিস ঃ ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এখন মাঠের বাইরে। ২৫ আগস্ট লা লিগায় সেল্‌তা ভিগোর বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের ১-০ গোলের জয়ে ডান উরুর মাংসপেশিতে চোট পান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এরপর জানা যায়, প্রায় ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

চোটের কারণে ছিটকে গেলেও খবরের শিরোনাম ঠিকই হচ্ছেন ভিনিসিয়ুস। এবার তিনি খবরে এসেছেন চোট সেরে ফিরে আসার জন্য যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য। গতকাল ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নিজের টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেটিই আলোচনায় এনেছে তাঁকে। ভিডিওতে দেখা যায়, ভিনিসিয়ুস ট্রেডমিলে ধীরে ধীরে দৌড়াচ্ছেন। ট্রেডমিলে দৌড়ানো যে কারও জন্যই স্বাভাবিক এক ঘটনা। কিন্তু ভিনিসিয়ুসের ভিডিও দেখে সেটিকে স্বাভাবিক ভাবার কোনো কারণ নেই। তিনি স্নিকার পায়ে ট্রেডমিলে দৌড়াচ্ছেন এক ট্যাংক জলের মধ্যে।

জলের মধ্যে দৌড়ানোর বিষয়টিই ভ্রু কুঁচকে দিয়েছে সবার। ভিনিসিয়ুস কেন জলের মধ্যে দৌড়াচ্ছেন এমন প্রশ্ন করেছেন অনেকেই। বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যও এসেছে। কেউ কেউ লিখেছেন সে তার স্নিকারস নষ্ট করবে এবং সেটা কীভাবে নষ্ট হয়, তা নিজে চেয়ে চেয়ে দেখার ছোটবেলার স্বপ্ন পূরণ করছে। ভিনিসিয়ুস যেটা করেছেন, এটা যে চোট থেকে সেরে ওঠার একটা উপায়, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই কারও। কিন্তু মূলত জলের মধ্যে দৌড়ানোটা কী কাজে আসবে বা কেমন করে কাজ করবে, সেটা কিন্তু ভিনিসিয়ুস নিজেও পরিষ্কার করেননি।

যে ১০টি লক্ষণ ক্যান্সারের ইঙ্গিত দেয়

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ক্যান্সারের নাম শুনলেই বেশিরভাগ মানুষ যেটি মনে করেন তা হচ্ছে, এটি একটি মারাত্মক রোগ যাতে আক্রান্তরা মারা যান।

কিন্তু ৭০ এর দশকের পর থেকে ক্যান্সারে আক্রান্তদের বেঁচে থাকার হার তিনগুণ বেড়েছে। আর এর সবই সম্ভব হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করানোর কারণে।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্যান্সারই চিকিৎসা যোগ্য এবং যেসব রোগীরা খুব মারাত্মক পর্যায়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আগে চিকিৎসা করানোর সুযোগ পান তারা একটি ভাল ফলও পান।

সমস্যা হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ছোটখাট উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে চাইনা বা সেগুলোকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেই না। এসব উপসর্গকে আমরা এড়িয়ে চলি যা আসলে প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের ক্যান্সার গবেষণা সংস্থার এক গবেষণা অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের অর্ধেকের বেশি বাসিন্দা জীবনের কোন না কোন সময়ে এমন কোন উপসর্গে ভুগেছেন যেটি আসলে ক্যান্সারের উপস্থিতি জানান দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মাত্র ২ শতাংশ মনে করেছেন যে এর কারণে তাদের ভুগতে হতে পারে এবং এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ একে কোন ধরণের পাত্তাই দেননি এবং এর ফলে চিকিৎসকের কাছেও যাননি।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের একজন গবেষক এবং এই ক্যান্সার গবেষণার প্রধান ক্যাটরিনা হুইটেকার বলেন ঃ মানুষ মনে করে যে, মানুষকে স্বাস্থ্য নিয়ে অতি উদ্বিগ্ন হতে উৎসাহিত করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু আমরা এমন মানুষও পেয়েছি যারা চিকিৎসকের কাছে যেতে বিব্রত বোধ করে কারণ তারা মনে করে যে, তারা আপনার সময় নষ্ট করছে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্পদ যথেচ্ছভাবে নষ্ট করছেন।

তিনি বলেন, আমাদেরকে এই বার্তা পাঠাতে হবে যে, আপনার যদি এমন কোন উপসর্গ থাকে যেটা সহসাই যাচ্ছে না, বিশেষ করে এমন সব উপসর্গ যেগুলোকে হুঁশিয়ারি সংকেত হিসেবে মনে করা হয়, তাহলে সেগুলোকে অবহেলা না করে আপনার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত এবং তার সহায়তা চাওয়া উচিত।

বিবিসি মুন্ডো ক্যান্সারের এমন ১০টি সাধারণ উপসর্গের বিষয়ে জানাবে যেগুলোকে অবহেলা করা উচিত নয় বলে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি মনে করে।

ক্যান্সার আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষই কোন না কোন সময় ওজন হারাতে শুরু করে। যখন আপনি কোন ধরনের কারণ ছাড়াই ওজন হারাতে শুরু করেন, এটাকে বলা হয় ব্যাখ্যাহীন ওজন হারানো। এতে চিন্তার কারণ আছে।

ব্যাখ্যাহীনভাবে বা কোন কারণ ছাড়াই পাঁচ কেজি বা তার বেশি ওজন কমলে সেটি ক্যান্সারের প্রথম লক্ষণ হতে পারে।

অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী, খাদ্যনালী বা ফুসফুসের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়ার এই লক্ষণ বেশি দেখা যায়।

জ্বর

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সবচেয়ে সাধারণ একটি উপসর্গ হচ্ছে জ্বর। অবশ্য যে স্থানে ক্যান্সার উৎপন্ন হয়েছে সেখান থেকে দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়া শুরু হলে তখন প্রায়ই জ্বর দেখা দেয়।

ক্যান্সারে আক্রান্ত সবাই কোন না কোন সময় জ্বরে

ভোগেন। বিশেষ করে যদি ক্যান্সার বা এর চিকিৎসা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে তাহলে জ্বর বেশি হয়।

অনেক ক্ষেত্রে জ্বর ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গও হতে পারে। যেমন লিউকেমিয়া বা লিম্ফোমা।

৩. ক্লান্তি

এখানে ক্লান্তি বলতে বোঝায় চরম ক্লান্তিভাব যা বিশ্রাম নেয়ার পরও দূর হয় না। ক্যান্সার বাড়ার সাথে সাথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হিসেবে দেখা দিতে পারে। কিছু কিছু ক্যান্সার যেমন লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে শুরুর দিকেই ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

কিছু কোলন বা মলাশয় ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের ক্ষেত্রে রক্তপাত হতে পারে তবে এটা সবক্ষেত্রে হয় না। এর কারণেও ক্যান্সারের সময় ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

৪. ত্বকে পরিবর্তন

ত্বকের ক্যান্সার ছাড়াও আরো কিছু ক্যান্সার রয়েছে যাতে আক্রান্ত হলে ত্বকে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণ ও উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ঃ

ত্বক কালো হয়ে যাওয়া বা হাইপারপিগমেনটেশন

ত্বক ও চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া বা জন্ডিস

ত্বক লাল হয়ে যাওয়া। চুলকানি

মাত্রাতিরিক্ত চুলের বৃদ্ধি

৫. অন্ত্রের ক্রিয়া বা মূত্রাশয়ের কার্যক্রমে পরিবর্তন

কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া বা আপনার মলের আকারে দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তন মলাশয়ের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

অন্যদিকে প্রস্রাব করার সময় ব্যথা, প্রস্রাবে রক্তপাত, বা মূত্রাশয়ের কার্যক্রমে পরিবর্তন যেমন আগের তুলনায় কম বা বেশি প্রস্রাব করা ইত্যাদি মূত্রাশয় বা প্রোস্টেট ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

৬. যে ক্ষত ভাল হয় না

অনেকেই জানেন যে দেহে যদি কোন আঁচিল থাকে যেটি বাড়ে বা ব্যথা হয় বা সেটি থেকে রক্তপাত হয় তাহলে সেটি ত্বকের ক্যান্সারের একটি লক্ষণ হতে পারে। কিন্তু শরীরে যদি কোন ক্ষত থাকে যেটি চার সপ্তাহের পরও ভাল হয় না বা সেরে যায় না, এমন ক্ষতের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

মুখে যদি এমন কোন ক্ষত হয় তাহলে সেটি মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

আপনার মুখের যেকোন পরিবর্তন যদি দীর্ঘ সময় ধরে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই একজন চিকিৎসক বা ডেন্টিস্টের পরামর্শ নেয়া উচিত।

শিশ্ন বা জরায়ুতে ক্ষত হয় কোন ধরণের সংক্রমণ কিংবা ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থার লক্ষণ হতে পারে। এমন অবস্থায় একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর পরামর্শ নেয়া উচিত।

৭. রক্তপাত

ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় কিংবা তা ছড়িয়ে পড়ার পর অস্বাভাবিক রক্তপাত হতে পারে। কাশির সাথে রক্তপাত ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। অন্যদিকে যদি মলের সাথে রক্তপাত হয় তাহলে এটি মলাশয় বা মলদ্বারে ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

এনডোমেট্রিয়াম বা জরায়ুর আবরণে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের কারণে যোনিপথে অস্বাভাবিক রক্তপাত হতে পারে।

এছাড়া মূত্রের সাথে রক্ত পড়লে সেটি মূত্রাশয় বা কিডনি ক্যান্সারের কারণে হতে পারে। স্তনবৃন্ত বা স্তনের বোটা থেকে রক্তমিশ্রিত তরল বের হলে সেটি স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

শরীরের যে কোন স্থান শক্ত হয়ে যাওয়া

অনেক ক্যান্সার ত্বকের মাধ্যমে শনাক্ত করা যেতে পারে। এ ধরণের ক্যান্সার সাধারণত স্তন, অণ্ডকোষ, গ্রন্থি এবং শরীরের নরম টিস্যুতে হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে দেহে শক্তভাব বা মাংস জমে আছে এ ধরণের অনুভূতি হয়। এটা এসব ক্যান্সারের প্রাথমিক বা বিলম্বিত উপসর্গ হতে পারে।

৯. গিলতে অসুবিধা

ক্রমাগত বদহজম বা কোন কিছু গিলতে গেলে সমস্যা হলে সেটা ইসোফ্যাগাস, পাকস্থলী বা গলার ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

তবে যাই হোক না কেন, এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত সব উপসর্গই ক্যান্সার ছাড়াও অন্য আরো অনেক কারণেই দেখা দিতে পারে।

১০. টানা কাশি বা কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন

টানা কাশি ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

এছাড়া কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আসলে তা স্বরযন্ত্র বা থাইরয়েড গ্রন্থিতে ক্যান্সারের উপস্থিতি নির্দেশ করতে পারে।

টুকরো খবর

প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফর থেকে কী আশা করছে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে জি২০ সামিটে অংশ নিতে শুক্রবার দিল্লি যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে এটি তার শেষ ভারত সফর। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এমন এক সময়ে এই সফরটি করছেন, যখন আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার কিছুটা আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে রয়েছে। ফলে জি২০ জোটের সদস্য না হলেও পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলোর এ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ কোন রাজনৈতিক অর্জন ঘরে তুলতে পারবে কীনা তা নিয়ে নানা বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষন রয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেকদিন ধরেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ওপর দৃশ্যমান চাপ প্রয়োগ করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাদের অনেকেরই ধারণা, নির্বাচন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের বিপরীতে ভারতকে সক্রিয় করতে সক্ষম হবেন শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগের একজন সিনিয়র নেতা বলেছেন, জি২০ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী দেশের নেতারা আসবেন, যেখানে 'বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝি থাকলে সেটিরও অবসান হবেএমন প্রত্যাশাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না'। দলটির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্ল্যাহ বিবিসিকে বলেছেন, আজকে যার সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝি, কে জানে কাল হয়তো তার অবসানও হতে পারে। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলছেন, দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুধু বাংলাদেশকেই সামিটে আমন্ত্রণ করা হয়েছে

যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই সুযোগে বাংলাদেশ সাইড লাইনে প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে নিজেদের বিষয়ে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে নিতে পারবে। অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে বিশ্ব নেতারা কী ভাবছেন, সেটি যেমন জানার সুযোগ আসবে, তেমনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলার সুযোগ হবে আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক আলোচনায়। আমার মতে বাংলাদেশের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, বলছিলেন তিনি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন জানিয়েছেন, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে - যার মধ্যে একটি করা হচ্ছে টাকা ও টাকায় বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার পারস্পারিক লেনদেন সহজ করার জন্য। পাশাপাশি কিছু জরুরি নিত্যপণ্যের ক্ষেত্রে ভারত যেন বাংলাদেশের জন্য একটি কোটা সংরক্ষণ করে, এমন প্রস্তাবও মি. মোদীর সাথে আলোচনায় তুলে ধরবেন শেখ হাসিনা। এটি হলে ভারত কোন পণ্য রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা দিলেও বাংলাদেশে সেটি আমদানি বন্ধ হবে না। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। এর মধ্যেই নির্বাচন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিসহ কিছু সিদ্ধান্তে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ক্ষমতাসীন মহলে। কিন্তু শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত ভারতের বর্তমান সরকারকে এসব বিষয়ে এখনো সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। যদিও আগের দুটি নির্বাচন, বিশেষ করে ২০১৪ সালের নির্বাচনে ভারতের ভূমিকা ছিলো অনেকটা প্রত্যাশিত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা অনেকেই মনে করেন, শেখ হাসিনার টানা ১৫ বছরের শাসনের পেছনে ভারত সরকারের সহায়তাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এখন নির্বাচনের আর মাত্র তিন মাস বাকী। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচনের ইস্যুটি দিল্লি সফরে আলোচনায় উঠে আসবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, জি২০ সামিট এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশ 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা'র কথাই তুলে ধরবে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। ইন্ডো প্যাসিফিকে কোনো প্রক্সি ওয়ার আমরা দেখতে চাই না। পাশাপাশি ভারতের সাথে তিস্তা ও রোহিঙ্গা ইস্যুসহ যতগুলো দ্বিপাক্ষিক ইস্যু আছে সবই আমরা তুলে ধরবো, বলেন তিনি। নির্বাচন নিয়ে অন্যদের চাপকে 'অপ্রাসঙ্গিক' উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গত ১৪ বছরে আমরা ভালো কাজ করেছি। জনগণ পছন্দ করলে ভোট দিবে। আমরা চাই ফ্রি, ফেয়ার ও স্বচ্ছ নির্বাচন। কোন ধরণের কারচুপি চাই না। আমরা সবচেয়ে সুন্দর নির্বাচন চাই। সেখানে কেউ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলে স্বাগত জানাবো। কিন্তু কেউ যদি মাতব্বরির ভূমিকা চান, সেটা হবে না। শেখ হাসিনা কাউকে ভয় পায় না। অন্যরা পছন্দ করলেন কী করলেন না, সেটা বিষয় নয়। কে কোন চাপ দিলো এটি অপ্রাসঙ্গিক। এ দেশের মানুষই এ দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এ সফরে নির্বাচন ইস্যুটি, বিশেষ করে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী দেশগুলোর নেয়া পদক্ষেপগুলোও আলোচনায় আসবে বাংলাদেশ-ভারত শীর্ষ বৈঠকে। বিশেষ করে, চীনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের উদ্বেগ, এবং নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কিছু পদক্ষেপ -এসব ইস্যু দুই শীর্ষ নেতার আলোচনায় আসতে পারে বলে ধারণা করছেন তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহা. রুহুল আমীন বলছেন, বাংলাদেশের জন্যও এ সামিটে অংশ নেয়ার সুযোগটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে আলোচনা কিংবা দরকষাকষির মাধ্যমে কারও সাথে দূরত্ব তৈরি থাকলে সেটি কমিয়ে আনার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। তবে প্রধানমন্ত্রী দিল্লির উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই ঢাকায় এসেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। আবার জি২০ সামিটে যোগ দিতে ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অর্থাৎ খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে শেখ হাসিনার দেখা হচ্ছে, যারা কোনো না কোনো ভাবে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে উৎসাহী। এর আগে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতার সমালোচনা করে রাশিয়া একে 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা' হিসেবে আখ্যায়িত করে সমালোচনা করেছিলো। প্রায় একই ধরণের বক্তব্য এসেছিলো চীনের তরফ থেকেও । তবে, চীন এবং রাশিয়া বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতার সমালোচনা করলেও শেখ হাসিনার মিত্র হিসেবে পরিচিত ভারতের নরেন্দ্র মোদীর সরকারের দিক থেকে নির্দিষ্ট কোন মন্তব্য বা তৎপরতা দেখা যায়নি। এখন শেখ হাসিনার এবারের সফরের পর ভারতের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসে কিনা সেদিকেও দৃষ্টি থাকবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ আমন্ত্রণে শেখ হাসিনা জি২০ সামিটে যোগ দিতে যাচ্ছেনএটিই একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে, বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের অন্যতম সিনিয়র নেতা কাজী জাফর উল্লাহ। তিনি বলেছেন দুই নেতার মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে এবং এ বৈঠকটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। তিস্তার জল ছাড়াও বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করছি। বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশ চায় ভারত থেকে যে কোন পরিস্থিতিতে জরুরি পণ্য আমদানির সুযোগ তৈরি করা। অনেক সময় পেঁয়াজ, চিনি বা চালের মতো জরুরি পণ্য ভারত হুট করে রপ্তানি বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশে এসব পণ্যের সংকট দেখা দেয়। এজন্য বাংলাদেশ আগেই একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে যাতে করে এসব পণ্য রপ্তানি ভারত বন্ধ করলেও বাংলাদেশের জন্য যেন কোটা রাখা হয় যাতে করে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই বাংলাদেশ তা আমদানি করতে পারে। এর আগে করোনা মহামারির সময়েও আগে অর্থ পরিশোধ করে বাংলাদেশ ভ্যাকসিন পায়নি ভারত রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কারণে। সেজন্য আমরা চাইছি এ ধরণের পণ্য বিষয়ে দু সরকারের মধ্যেই চুক্তি হোক, যাতে বাংলাদেশের জন্য একটি কোটা সংরক্ষণ করা যায়, কাজী জাফর উল্লাহ বলছিলেন। যদিও পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন তার সংবাদ সম্মেলনে চুক্তির বিষয়ে কোনো ধারণা দেননি। মি. মোমেন বলেছেন, সফরে তিনটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হবে - এগুলো হলো কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং দুই পক্ষের মধ্যে রুপি ও টাকায় পারস্পারিক লেনদেন সহজ করা সম্পর্কিত সমঝোতা। ভারতের সভাপতিত্বে এবারের জি২০ সামিটে বাংলাদেশসহ মোট নয়টি দেশকে অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অন্য দেশগুলো হলো মিশর, মরিশাস, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর, স্পেন এবং আরব আমিরাত। এর মধ্যে জি২০ সংক্রান্ত সব সভাতেই বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী আজ শুক্রবার দিল্লি যাবেন এবং বিকেলেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এ বৈঠকের আগেই অবশ্য তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবার কথা রয়েছে।

‘বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অবস্থান এ বৈঠকে পরিষ্কার হয়ে যাবে’

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বিকেলে দিল্লিতে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই ও প্রকল্প উদ্বোধনের কথা রয়েছে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এ বৈঠক নিয়ে অনেকের আগ্রহ রাজনৈতিক বিষয়ের দিকে। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এটি শেষ বৈঠক। জি২০'র বর্তমান সভাপতি ভারত যে ৯টি দেশকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। শেখ হাসিনার এই সফর এমন এক সময় হচ্ছে যখন বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। বলা হচ্ছে, নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার এই ভারত সফর বর্তমান সরকার তথা আওয়ামী লীগের জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কোন সরকারের অধীনে হবে তা নিয়ে বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের বিরোধ তীব্র হয়েছে। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিরোধীতা করে সরকার পতনের একদফা আন্দোলন শুরু করেছে বিএনপি। অন্যদিকে সুষ্ঠু নির্বাচন ও মানবাধিকার ইস্যুতে সরকারের উপর জোরালো চাপ সৃষ্টি করেছে আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো।

এক যুগ আগে যেভাবে ভেস্তে গিয়েছিল তিস্তা চুক্তি

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ সালটা ২০১১। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রুটিন বৈঠক ছিল সেটা।

তবে দীর্ঘ বারো বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী ওই সপ্তাহেই দ্বিপাক্ষিক সফরে বাংলাদেশ যাচ্ছেন, তাই সেই সফর সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও মিটিংয়ের এজেন্ডায় ছিল।

সেই সব কাগজপত্রের বান্ডিলে তিস্তা চুক্তি সংক্রান্ত একটি খসড়া দেখেই খটকা লাগে ক্যাবিনেটে তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র সদস্য, দেশের রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীর। তৃণমূল তার মাত্র তিনচার মাস আগেই ইতিহাস গড়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসেছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা ব্যানার্জি।

বৈঠকে মন্ত্রিসভার অনুমোদন চেয়ে চুক্তির যে খসড়াটি পেশ করা হয়েছিল, দীনেশ ত্রিবেদীর সন্দেহ হয়েছিল তা রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়াই চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে অর্থমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা প্রণব মুখার্জির সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদেও জড়িয়ে পড়েন তিনি।

অর্থমন্ত্রী হলেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের সূত্র ধরে সঙ্গে ভারতের হয়ে তিস্তা চুক্তির বিষয়টি মূলত মি. মুখার্জিই তখন দেখছিলেন।

মি ত্রিবেদী যখন জানতে চান ওই চুক্তিতে রাজ্য সরকারের সম্মতি নেওয়া হয়েছে কি না, প্রণব মুখার্জির তখন বলেছিলেন, যেহেতু ভারতের সঙ্গে আর একটা স্বাধীন দেশের চুক্তি হচ্ছে – এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। এখানে রাজ্য সরকারের মতামত জরুরি নয়। মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত একজন সিনিয়র সদস্য ঘটনাটি বিবিসির কাছে বর্ণনা করেন।

বৈঠক শেষ করেই দীনেশ ত্রিবেদী সোজা কলকাতায় ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। সব জানানো মাত্র মমতা ব্যানার্জি তাঁকে বলেন, খসড়া চুক্তির কাগজপত্র সেই রাতেই তাঁকে ফ্যাক্স করে পাঠাতে। কাগজপত্র দেখেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি তখনই বলেন, বাংলাদেশকে তিনি কখনোই শুখা মৌশুমে ৩৩ হাজার কিউসেক জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেননি – কাজেই তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে তিস্তা চুক্তির বয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরদিন সকালেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব সমর ঘোষ দিল্লিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেন, ওই চুক্তি মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কোনও মতেই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সফরসঙ্গী হিসেবে মমতা ব্যানার্জি ঢাকাতেও যাবেন না বলে স্থির করে ফেলেন। ফলে বাংলাদেশের লাগোয়া ভারতের বাকি সবগুলো অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সেই সফরে গেলেও ছিলেন না শুধু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

ওই তিক্ত ক্যাবিনেট বৈঠকের শেষে পরবর্তী দু'তিনদিনে মমতা ব্যানার্জিকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করানোর কম চেষ্টা করেনি দিল্লি। প্রণব মুখার্জি নিজে তো বটেই, ক্যাবিনেটে তাঁর সতীর্থ জয়রাম রমেশ থেকে শুরু করে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) শিবশঙ্কর মেনন সকলেই বারবার ফোন করে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন আপাতত এই চুক্তিতে রাজি হয়ে যান – পরে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে সেটা আমরা নিশ্চয় দেখব।

কিন্তু না, কোনও অনুরোধ-উপরোধেই টলানো যায়নি মমতা ব্যানার্জিকে। তাঁর সাফ কথা ছিল, ওই আকারে চুক্তিটি মানা সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত ঢোঁক গিলে দিল্লিও স্বীকার করে নেয়, প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরে এবারে আর তিস্তা চুক্তি সই করা যাবে না।

মনমোহন সিং যেদিন ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন, তার আগের দিন বিকেলেই পররাষ্ট্র সচিব রঞ্জন মাথাই সে কথা নিশ্চিত করে সাংবাদিকদের বলেন, জল আসলে অতি স্পর্শকাতর একটি বিষয়। আর ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আমরা এমন কিছুই করতে পারব না, যাতে রাজ্য সরকারের আপত্তি আছে।

ভারত সরকারের ওই ‘উপলব্ধি’র পর ঠিক এক যুগ কেটে গেছে – সেই অবস্থানে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও নড়চড় হয়নি।

চুক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই ‘আপত্তি’ যেমন বহাল আছে, তেমনি ভারত সরকারও তাদের সম্মতি ছাড়া এক পা'ও এগোতে পারবে না – এটাও বহুবার পরিষ্কার করে দিয়েছে।

ফলে এক যুগ আগেকার ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সেই তিস্তা ‘চুক্তি’ এখনও রয়ে গেছে বিশ বাঁও জলেই!

দিল্লিতে বর্ষীয়ান সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল এক যুগ আগের সেই ঘটনাপ্রবাহ খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন।

তাঁর বলতে কোনও দ্বিধা নেই, তিস্তা চুক্তির মতো একটা স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল বিষয় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের যেরকম ‘মুন্সিয়ানার সঙ্গে হ্যান্ডল করা উচিত ছিল’ – সেটা তখন আদৌ করা হয়নি।

মি ঘোষাল বলছিলেন, বিষয়টা সত্যিই খুব তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা চালালেও এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গেও যে একটা দৌত্যর প্রয়োজন আছে – এটা দিল্লি হয় বুঝতে চায়নি, কিংবা বুঝতেই পারেনি!

তিস্তা চুক্তির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ‘টেকেন ফর গ্রান্টেড’ নেওয়াটা, অর্থাৎ তাদের সম্মতি তো থাকবেই এটা ধরে নেওয়াটাই দিল্লির সব চেয়ে বড় ভুল ছিল বলে এই প্রবীণ সাংবাদিকের অভিমত।

জয়ন্ত ঘোষালের মতে, এর অবশ্য কিছু নির্দিষ্ট কারণও ছিল।

প্রথমত, কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটা সময় মমতা ব্যানার্জি ছিলেন প্রণব মুখার্জির কন্যাসমা। আলাদা দল তৃণমূল গড়ার পরেও মমতা ব্যানার্জি তাঁকে অনেকটা অভিভাবকের মতোই দেখতেন – এবং প্রণব মুখার্জি হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন মমতা তাঁর কথা কিছুতেই ফেলতে পারবেন না।

কিন্তু মমতা নিজে যেহেতু জনমানুষের রাজনীতি করেন, তাই যে পদক্ষেপকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থবিরোধী বলে মনে করা হতে পারে – সেটাতে সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না, আর তিনি দেনওনি।

দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার ঠিক পনেরো বছর আগে ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার আমলে বাংলাদেশের যে গঙ্গা জলচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সানন্দ সম্মতি ছিল।

বস্তুত ওই চুক্তির সম্পাদনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর খুব বড় একটা ভূমিকা ছিল। প্রণববাবুরা হয়তো ভেবে নিয়েছিলেন, গঙ্গা চুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু সায় দিয়েছে তাই তিস্তাতেও তারা অরাজি হবে না, বলছিলেন জয়ন্ত ঘোষাল।

জাঁদরেল কূটনীতিক ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শিবশঙ্কর মেনন তখন দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ‘ড্যামেজ কন্ট্রোলে’র যে দায়িত্ব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার, সেটাও কোনও কাজে আসেননি। মি মেনন বিন্দুমাত্র বাংলা বোঝেন না, চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলেন। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর যে কোনও কেমিস্ট্রি গড়ে ওঠেনি এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই, বিবিসিকে বলছিলেন সেই সময়কার ঘটনাবলীর সাক্ষী একজন সরকারি কর্মকর্তা।

এই প্রতিবেদনের জন্য এখন অবসরপ্রাপ্ত শিবশঙ্কর মেননের বক্তব্য জানতে চেয়ে বারবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কথা বলতে চাননি।

তবে সে সময় ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রী ছিলেন যিনি, সেই পবন কুমার বনসল অবশ্য বিবিসির কাছে স্বীকার করেছেন তাঁর মন্ত্রণালয় চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করলেও মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর একবারও সে বিষয়ে কোনও কথাবার্তা হয়নি।

চণ্ডীগড় থেকে প্রবীণ ওই কংগ্রেস নেতা বলছিলেন, পুরো ঘটনাটা যখন ঘটছে, আমার সঙ্গে একবারও মমতা ব্যানার্জির দেখা হয়নি বা কথা হয়নি। এখন মনে হয় হলে হয়তো ভাল হত।

মি বনসল আরও জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরে চুক্তিটা সই হয়ে যাবে এ ব্যাপারে তারা খুবই আশাবাদী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটা নাহওয়াতে সরকার খুবই হতাশ হয়েছিল।

তবে এটাকে তিনি ঠিক মনমোহন সিং সরকারের ব্যর্থতা বলে মানতে রাজি নন।

দেখুন, আপনি অনেকগুলো কাজ নিয়ে ঝাঁপালে কোনওটায় সফল হবেন, কোনওটায় হয়তো হবেন না। এটাও সে রকমই একটা, আমি বিষয়টাকে ওই রকম নির্লিপ্তি দিয়েই বিচার করতে চাই, হাসতে হাসতে বলছিলেন পবন কুমার বনসল।

তবে গোটা বিষয়টা যে ভারত সরকারের কাছে চরম অস্বস্তিকর ছিল, সেটা সে সময়কার কর্মকর্তাদের মন্তব্যেই আজও স্পষ্ট।

যেমন সে সময় ঢাকায় ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন রাজিত মিটার। চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থতা নিয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইতেই সাবেক ওই কূটনীতিক মার্জনা চেয়ে নেন, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি ওগুলো নিয়ে কথা বলতে পারব না।

আসলে অনেক দিন আগের কথা তো, আমি সে সব ভুলেও গেছি!, জানান মি মিটার।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তি

কেন তিনি ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তুত করা তিস্তা চুক্তির খসড়ায় সায় দেননি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কখনো সে প্রশ্নের উত্তর দেননি।

তবে মমতা ব্যানার্জি এটা বারেবারেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, রাজ্যবাসীর স্বার্থের সঙ্গে আপস করে তিনি কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সম্মতি দিতে পারবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রথম ক্যাবিনেটে সেচমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন রাজীব ব্যানার্জি। সেই মি ব্যানার্জিও বলছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো বঞ্চিত হবে – এই আশঙ্কা থেকেই তখন রাজ্য সরকার ওই চুক্তিতে আপত্তি জানিয়েছিল।

মি ব্যানার্জির কথায়, মুশকিলটা হল ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল কাঠামোয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা নাকরে বা মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি নানিয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আর ঠিক সেখানেই একটা ‘গ্যাপ’ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

তবে তিনি সেই সঙ্গেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, মমতা ব্যানার্জি কিন্তু স্রেফ ‘বিরোধিতার জন্য চুক্তির বিরোধিতা’ করেননি – বরং তিনি বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব পেশ করে বরাবরই বাংলাদেশের সঙ্গে জল ভাগাভাগি করতে চেয়েছেন।

রাজীব ব্যানার্জি বলছিলেন, আমাদের উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা চাষাবাদ ও অন্য নানা প্রয়োজনে তিস্তার জলের ওপর নির্ভরশীল। রাজ্য সরকার তখন মনে করেছিল চুক্তিটি যে আকারে পেশ করা হচ্ছে তাতে ওই এলাকার মানুষজন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু পরবর্তী নানা বৈঠকে তিস্তা ছাড়া ওই এলাকার আরও বহু নদীর জল বাংলাদেশকে দেওয়া যায় কি না, সেটা ভেবে দেখার কথা বলেছেন। কাজেই তিনি বাংলাদেশকে জল দেওয়ার বিরোধী ছিলেন, তা মোটেই নয়।

বস্তুত ২০১৭ সালের এপ্রিলে দিল্লিতে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির দেখা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তাঁকে তোর্সা, মানসাই বা ধরলার মতো উত্তরবঙ্গের অন্য নদীগুলো থেকে জল দেওয়ার বিকল্প প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

তবে সেই ২০১১তে কিন্তু মমতা ব্যানার্জির আপত্তি মেনে নিতে কেন্দ্রীয় সরকার একরকম বাধ্য হয়েছিল।

মনমোহন সিংও (মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে) সংঘাতের পথে যেতে আগ্রহী নন। কারণ ইউপিএ সরকারের সঙ্কটকালে লোকসভায় ১৯জন তৃণমূল সাংসদের সমর্থন তাঁর খুবই দরকার।

ফলে প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরের ঠিক আগে পররাষ্ট্র সচিব রঞ্জন মাথাই তাঁর মিডিয়া ব্রিফিংয়ে তিস্তা চুক্তি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমাদের দেশের ফেডারেল কাঠামোতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কিছুই করা যায় না, কিছু করা হবেও না।

যে সমঝোতাই আমরা করি না কেন, তা রাজ্য সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। পাশাপাশি, সেটা বাংলাদেশের কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এই জিনিসটা আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে, জানিয়েছিলেন মি মাথাই।

আর এটাই সে মুহূর্তে ভারতের অবস্থান বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি।

বাস্তবতা হল, সেই ‘অবস্থান’ অপরিবর্তিত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বাংলাদেশ – উভয়েরই সম্মতি থাকবে এমন একটি চুক্তির খসড়া তৈরিতে ভারত কিন্তু আজ বারো বছর পরেও এক পা'ও এগোতে পারেনি!

খসড়া চুক্তিতে ঠিক কী ছিল?

মমতা ব্যানার্জির সম্মতি ছাড়াই ভারত ও বাংলাদেশ সরকার ২০১১তে তিস্তা চুক্তির যে বয়ান নিয়ে একমত হয়েছিল, তাতে ঠিক কী ছিল সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে কখনোই প্রকাশ করা হয়নি।

তবে ভারতের কোনও কোনও সংবাদমাধ্যম তখন লিখেছিল, ওই চুক্তিতে শুষ্ক মৌশুমে বাংলাদেশকে ৩৩ হাজার কিউসেক হারে তিস্তার জল দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি প্রথমে ২৩ হাজার কিউসেক, পরে সেটা বাড়িয়ে বড়জোর ২৫ হাজার কিউসেক পর্যন্ত করে রাজি হয়েছিলেন – কিন্তু ৩৩ হাজার কিউসেক তিনি কিছুতেই মানতে চাননি বলেই চুক্তিটা হয়নি, এমনও লিখেছিলেন কোনও কোনও সাংবাদিক।

তবে ওয়াকিবহাল মহলের সঙ্গে কথা বলে বিবিসি কিন্তু জানতে পেরেছে – ভেস্তে যাওয়া ওই তিস্তা চুক্তিতে জলের পরিমাণ নয়, বরং শতকরা হারের ওপর ভিত্তি করেই জল ভাগাভাগির ফর্মুলাটা চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

চুক্তির সেই খসড়া তৈরির কাজে জড়িত ছিলেন এমন একজন নদী-বিশেষজ্ঞ বিবিসিকে বলছিলেন, মোটামুটিভাবে ফর্মুলাটা ছিল এরকম – শীতের মাসগুলোতে তিস্তার একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যে পরিমাণ প্রবাহ থাকবে, তার ৩৭.৫ শতাংশ বাংলাদেশ আর ৩৭.৫ শতাংশ ভারত ব্যবহার করতে পারবে।

এই হলো গিয়ে মোট ৭৫ শতাংশ। আর বাকি ২৫ শতাংশ তিস্তার স্বাভাবিক প্রবাহটা বজায় রাখার জন্য ছেড়ে দিতে হবে, এটাই স্থির হয়েছিল, জানাচ্ছেন তিনি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে ঢাকাতে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকের পর দুই দেশ কিন্তু তিস্তার জল-ভাগাভাগি নিয়ে একটি ‘অ্যাডহক এগ্রিমেন্ট’ বা সাময়িক সমঝোতায় রাজি হয়েছিল।

ভারতের তদানীন্তন জলসম্পদ মন্ত্রী রামনিবাস মির্ধা ও বাংলাদেশে তাঁর কাউন্টারপার্ট এ জেড এম ওবায়দুল্লা সেই নথিতে সইও করেছিলেন।

যদিও অনেকেই সেটিকে ‘চুক্তি’ বা ‘সমঝোতা’ বলতে রাজি নন, তবুও প্রায় আড়াই বছর টিঁকেছিল সেই ব্যবস্থা। তিস্তার জল ভাগাভাগি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সেটাই প্রথম কোনও কার্যকরী ফর্মুলা, আর এখনও অবধি সেটাই শেষ।

ওই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনায় ভারত তিস্তার জলপ্রবাহের ৩৯ শতাশ আর বাংলাদেশ ৩৬ শতাংশ ব্যবহার করতে পারবে বলে জানানো হয়েছিল। বাকি ২৫ শতাংশ নদীতে বয়ে যেতে দিতে হবে, এরকমই স্থির হয়েছিল।

২০১১তে যে চুক্তির খসড়া প্রস্তুত হয়, তাতে কিন্তু দুই দেশেরই ভাগ ছিল সমান-সমান, ৩৭.৫ শতাংশ। অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের সমঝোতার তুলনায় ভারত নিজের ভাগ থেকে আরও ১.৫ শতাংশ বাংলাদেশকে দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দিল্লিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তখনকার রাজনৈতিক অবিবেচনা আর পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অনমনীয় মনোভাব ও আপত্তিতেই সেই চুক্তি আজ পর্যন্ত দিনের আলো দেখতে পারল না।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরে বাংলাদেশকে বড় অংশীদার মনে করে রাশিয়া

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে সফররত রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরে রাশিয়ার দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় অংশীদার বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এমন কথা বলেন মি. লাভরভ। তিনি বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ আমাদের ভালো এবং দীর্ঘদিনের অংশীদার। গত ৫০ বছর ধরে আমরা আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্ব ও সমতার ভিত্তিতে গড়ে তুলছি। দোভাষীর মাধ্যমে দেয়া বক্তব্যে মি. লাভরভ আরো বলেন, কোভিড মহামারির মতো নানা প্রতিবন্ধকতার পরও আমরা আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ধরে রেখেছি এবং আজ আমরা সব ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো মজবুত করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছি।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করতে সম্মত হয়েছি। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় বড় অংশীদার। এরআগে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে সময় সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন মি. লাভরভ। রুশ কোন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর।

পরে ঢাকার একটি হোটেলে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে বসেন। পরে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে রাশিয়া এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যম কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মি. লাভরভ।

রাশিয়ার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে বাংলাদেশের রূপপুর পাওয়ার প্লান্টের বকেয়া অর্থ পরিশোধে সমস্যা হচ্ছে – উল্লেখ করে মি. লাভরভকে প্রশ্ন করা হয়, এর সমাধানে কী করছে রাশিয়া। জবাবে মি. লাভরভ বলেন, আমি মনে করি, আমরা খুব দ্রুত নানা ধরণের পেমেন্ট সিস্টেমের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছি, যা হবে মূলত কোন দেশের নিজস্ব মুদ্রায়।

মার্কিন ডলারের কথা উল্লেখ না করলেও, সেটিকে ইঙ্গিত করে মি. লাভরভ বলেন, ...সেটি এমন কোন দেশের মুদ্রা হবে না যারা সেটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে ‘সাপ্লাই চেইন’ বা সরবারহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, রূপপুর প্রকল্পের সব উপাদান নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা হবে। এটা পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশে রাশিয়ার প্রধান বিনিয়োগ প্রকল্প রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রাক্কলিত সময়ের মধ্যে হচ্ছে উল্লেখ করে মি. লাভরভ বলেছেন, অক্টোবরে এ প্রকল্পে জ্বালানির প্রথম চালানটি পৌঁছাবে বাংলাদেশে।

রোহিঙ্গা সংকটের মতো বড় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে – উল্লেখ করে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. লাভরভ বলেছেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাইরের পক্ষগুলোর একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুজে বের করা উচিত। রাশিয়া সেটাই করে যাচ্ছে। মিয়ানমারের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, বাইরের কিছু পক্ষ এই বিষয়টিকে ব্যবহার করে চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে এবং তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে। আমি বিশ্বাস করি, এতে হিতে বিপরীত হবে এবং একই সাথে এটা অগ্রহণযোগ্যও বটে। তিনি বলেন, আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তাদের পররাষ্ট্রনীতি অপরিবর্তিত রেখেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, দুই পক্ষের বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু, বাণিজ্য ও বিনিযগে এবং রাশিয়ার বৃহত্তর বাজারে প্রবেশাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা চাই আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হোক।

সংবাদ সম্মেলনে মি. লাভরভ উল্লেখ করেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন দুই বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ওঠানামা করত।

তবে ২০২২ সালে সেটি প্রায় তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

কিন্তু সম্প্রতি সেটি কিছুটা কমে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, দুই দেশের বাণিজ্য বিষয়ক কমিশনের সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন এবং সর্বশেষ চলতি বছরের মার্চেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রূপপুর পরমানু বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাইরেও বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে রাশিয়ার আগ্রহের কথা তুলে ধরেন মি. লাভরভ।

তিনি বলেছেন, গ্যাস খাতে বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার কিছু প্রকল্প রয়েছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় কোম্পানি গ্যাজপ্রম ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ২০টির বেশি কূপ খনন করেছে এবং তারা এটা অব্যাহত রাখবে।

রাশিয়ার সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো বাংলাদেশে এলএনজি সরবরাহের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়া গম এবং সার সরবরাহ করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মি. লাভরভ।

রাশিয়া বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম যেমন জাতিসংঘ, আসিয়ানসহ সব জায়গায় তাদের সহায়তা অব্যাহত রাখবে বলে জানান তিনি। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে বৈঠকের কথা রয়েছে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। এরপর দুপুরে তিনি ঢাকা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে যাবেন।

আসিয়ানের শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে ঢাকায় আসেন তিনি। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম কোন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন এক সময় এই সফর করছেন, যখন ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে রয়েছে, অন্যদিকে সুষ্ঠু নির্বাচন ঘিরে বাংলাদেশ সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, এ সময়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরের মধ্যে দিয়ে রাশিয়া একদিকে যেমন বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্ব এবং সমর্থন অব্যাহত রাখার জন্য আহবান জানাবে, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশের পাশে থাকার বার্তাও দিতে চায় দেশটি।